রাঁচি, শনিবার
07:10:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>007 >>19 Ashwin 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০০৭ >> << ১৯শে, আশ্বিণ ১৪৩০>>

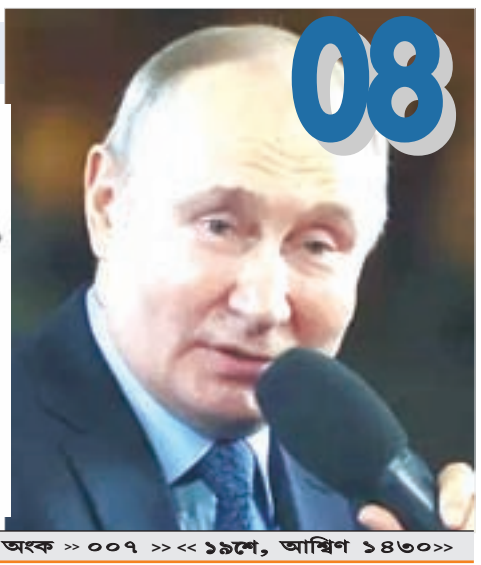

শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ বন্ধ করতে হংকং কর্তৃপক্ষের ত্বরিৎ পদক্ষেপ

হংকংঃ হংকং‌এ প্রকাশ্য বিক্ষোভ প্রতিরোধ করার জন্য পুলিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের আমব্রেলা আঃদোলনের স্মরণে কোনোপ্রকার অনুষ্ঠান করা থেকে বিরত রেখেছে। এমনকি গত সপ্তাহে জনসমক্ষে সাদা ফুল হাতে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, কর্তৃপক্ষে সতর্কতামূলক উদ্যোগ এবং ত্বরিৎ পদক্ষেপগুলোর কারণে বোঝা যায় যে, তারা শহরে কোনোপ্রকার প্রতিরোধের চিহ্ন নিয়ে কতটা চিন্তিত। ১ অক্টোবর চীনের জাতীয় দিবসে হংকং‌এ অনেকের কাছে ক্যাপ্টেন আমেরিকা বলে পরিচিত ৩৯ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি হংকং‌এর ব্যস্ত কজওয়ে বে বিকিকিনি এলাকায় সাদা ফুল হাতে দাঁড়িয়ে থাকায় তিনজন পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। পূর্বে টুইটার নামে পরিচিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স‌এ প্রচারিত একটি ভিডিওতে সাদা ফুল হাতে কালো টিশার্ট পরা এক ব্যক্তিকে দেখা যায়। টিশার্টে লেখা ছিল, হংকং এড অয়েল। এটি উদ্দীপনামূলক একটি বাক্যাংশ। তার হাতে থাকা সাদা ফুল চীনা সংস্কৃতিতে মৃত্যুর প্রতীক।

বাজার দর

SENSEX : 65995.63 +364.06
NIFTY : 19653.50 +107.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °C	23.00 °C

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.30 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.42 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

রাশিয়ার ২৪টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে ইউক্রেন, আরও বিমান প্রতিরক্ষা সহায়তা চান জেলেন্সকি

জাপোরিঝিয়া ঃ বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বলেছে রাতে তারা রুশ বাহিনীর ২৪টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী বলেছে, ওডেসা, মাইকোলাইভ এবং কিরোহোভরাদ অঞ্চলে রাশিয়া মোট ২৯টি ড্রোন হামলা করেছে। বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি স্পেনে ইউরোপীয় নেতাদের একটি বৈঠকে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ তার সামরিক বাহিনীর জন্য আরও সহায়তা চান। বৈঠকের আগে জেলেন্সকি বলেছিলেন, আসন্ন শীতের আগে ইউক্রেন তার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রসারিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। সপ্তাহান্তে কংগ্রেসে কট্টর ডানপন্থী রিপাবলিকানরা কিয়েভের জন্য আশু নতুন তহবিল বন্ধ করতে বাধ্য করে। এরপর মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের লড়াইয়ে আমেরিকার সামরিক সহায়তা অব্যাহত রাখার বিষয়ে প্রধান পশ্চিমা মিত্রদের আশ্বস্ত করার জন্য তাদেরকে ফোন করেন। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, বাইডেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ কানাডা, জার্মানি, ইতালি, জাপান, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, ব্রিটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও নেটোর নেতাদের সাথে আলোচনা করেছেন। হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জন কারবি বলেন, বাইডেন ইউক্রেনকে সমর্থন করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কমান্ড বলেছে, তারা ইউক্রেনে প্রায় ১১ লাখ রাউন্ড গোলাবারুদ পাঠিয়েছে। গত বছর তেহরান জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি রেজুলেশন লঙ্ঘন করে ইয়েমেনের হুথি যোদ্ধাদেরকে গোলাবারুদ প্রদানের চেষ্টা করলে আমেরিকান নৌবাহিনী সেগুলো ইরানের ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কোরের কাছ থেকে জব্দ করেছিল।

‘গ্রেনেডে’ মৃত্যু প্রিগোশিনের

মস্কো ঃ ভাড়াটে যোদ্ধা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ভাগনারের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিনকে বহনকারী উড়োজাহাজ হ্যান্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত হয়ে থাকতে পারে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন।

গত ২৩ আগস্ট উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে ভাগনারপ্রধান নিহত হন। ওই ঘটনায় ভাগনারের আরও দুই শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার, প্রিগোশিনের চার দেহরক্ষী ও উড়োজাহাজটির তিনজন ক্রুও নিহত হন। উড়োজাহাজটি সেন্ট পিটার্সবার্গে যাওয়ার পথে মস্কোর উত্তরে বিধ্বস্ত হয়।

ঘটনার পরপরই মার্কিন কর্মকর্তারা দাবি করেছিলেন, উড়োজাহাজটিকে ভূপাতিত করা হয়েছে। পুতিনের নির্দেশে প্রিগোশিনকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দারা। গতকাল বৃহস্পতিবার সোচি শহরের ব্ল্যাক সি রিসোর্টে ভালদাই ডিসকাশন ক্লাবের এক বৈঠকে পুতিন বলেন, উড়োজাহাজটি ভেতর থেকে বিস্ফোরিত হয়েছে। বাইরে থেকে হামলা হয়নি। রাশিয়ার তদন্ত কমিটির প্রধান কয়েক দিন আগে তাঁকে এ ব্যাপারে জানিয়েছেন।

রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘উড়োজাহাজ বিধ্বস্তের ঘটনায় যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের শরীরে হ্যান্ড গ্রেনেডের টুকরা পাওয়া গেছে।’

তিনি বলেন, উড়োজাহাজটিতে বাইরে থেকে কোনো হামলা হয়নি এটা নিশ্চিত। তবে উড়োজাহাজের ভেতরে কীভাবে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো, সে ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলেননি পুতিন।

পুতিন মনে করেন, ওই উড়োজাহাজ বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের শরীরে মাদক পরীক্ষা না করে তদন্তকারীরা ভুল করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমার মতে, এ ধরনের পরীক্ষা চালানো দরকার ছিল, কিন্তু তা চালানো হয়নি।’

রুশ প্রেসিডেন্ট আরও বলেছেন, নিরাপত্তা সংস্থা এফএসবির সদস্যরা সেন্ট পিটার্সবার্গে ভাগনারের কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়েছিলেন। সেখান থেকে নগদ এক হাজার কোটি রুবল এবং পাঁচ কেজি কোকেন উদ্ধার হয়েছে।

পুতিনের বক্তব্যের ব্যাপারে জানতে ভাগনার কিংবা প্রিগোশিনের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি রয়টার্স। এদিকে ভাগনারপ্রধানের উড়োজাহাজ বিধ্বস্তের ঘটনায় তদন্তকারীরা এখনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেননি।

পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা

পুতিন দাবি করেছেন, রাশিয়া একটি পারমাণবিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। তিন দশকের বেশি সময়ের বিরতির পর প্রথমবারের মতো পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেননি তিনি।

পুতিন বলেন, পারমাণবিক সক্ষমতাসম্পন্ন বুরেভেস্তনিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে তাঁর দেশ। এ ক্ষেপণাস্ত্র অনেক মাইল পথ পাড়ি দিতে পারে। তিনি আরও বলেন, রাশিয়ার সারমাত আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা তৈরির কাজ প্রায় শেষ। এটিও রাশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন প্রজন্মের পারমাণবিক অস্ত্র।

ইউক্রেনে হামলা শুরুর পর থেকে পুতিন বারবারই বিশ্বকে নিজেদের পারমাণবিক সক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। আবারও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, যারা বুদ্ধিমান, তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না। এ ধরনের হামলা হলে আমরা এমনভাবে আকাশে এমন শত শত ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ব, একজন শত্রুও বাঁচার সুযোগ পাবে না। পশ্চিমা বিশ্ব গোলাবারুদ সরবরাহ বন্ধ করে দিলে ইউক্রেন ‘এক সপ্তাহও টিকবে না’ বলেও মন্তব্য করেছেন পুতিন। তিনি বলেন, ধরুন, আগামীকাল যদি পশ্চিমা বিশ্বের সহায়তা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে ইউক্রেনের গোলাবারুদ শেষ হয়ে যেতে মাত্র এক সপ্তাহ লাগবে।

২০৩০ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ তিন মহাদেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হবে

লস অ্যাঞ্জেলস ঃ বুধবার ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা ঘোষণা করেছে ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ তিনটি মহাদেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বকাপ সাধারণত একটি স্বাগতিক দেশে, কখনো কখনো দুটি দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ স্পেন, পর্তুগাল, মরক্কো, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে এবং উরুগুয়ে এই ছয়টি দেশে অনুষ্ঠিত হবে। এরকম আগে কখনো হয়নি। মূলত স্পেন এবং পর্তুগাল ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করার প্রস্তাব করেছিল। মরক্কোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তাদের প্রস্তাব প্রসারিত করা হয়েছে। এই প্রস্তাবে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে এবং উরুগুয়ে পরবর্তীতে যোগ দেয়।

নজিরবিহীন এই বিশ্বকাপের আন্তঃমহাদেশীয় টুর্নামেন্ট উরুগুয়ের রাজধানী মন্টেভিডিওতে শুরু হতে পারে। ১৯৩০ সালে সেখানে উদ্বোধনী বিশ্বকাপ খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকার সকার ফেডারেশন কনমেবলের প্রেসিডেন্ট আলেজান্দ্রো ডমিঙ্গুয়েজ বলেন, শতবর্ষের বিশ্বকাপ দক্ষিণ আমেরিকা থেকে খুব বেশি দূরে হতে পারে না। এখানেই সবকিছু শুরু হয়েছিল। ফিফার ত্রিমহাদেশীয় বিশ্বকাপ পরিকল্পনা ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বব্যাপী ২১১টি ফুটবল ফেডারেশনের একটি সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই ভোট সাধারণত একটি আনুষ্ঠানিকতা। ২০২৬-এর বিশ্বকাপের মতো ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ ওই বছরের জুন এবং জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে। এতে ৪৮টি দল ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ট্রফির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সেখানে মোট ১০৪টি খেলা হবে। এখন যেহেতু ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তের পৌঁছানো গেছে, ২০৩৪ বিশ্বকাপের নিলাম প্রতিযোগিতা শীঘ্রই শুরু হবে। ২০৩৪ বিশ্বকাপ এশিয়া এবং ওশেনিয়ার ফিফা সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। সৌদি আরব এবং অস্ট্রেলিয়া উভয়েই এই বিশ্বকাপের আয়োজক হওয়ার ব্যাপারের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

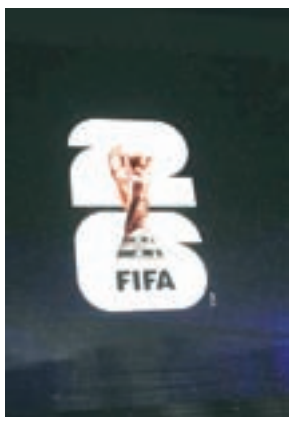

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের কাছে সবচেয়ে ভয়াবহ স্থলপথ যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্ত ঃজাতিসংঘের সংস্থা

জেনেভা ঃ জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থার মতে, যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্ত হল অভিবাসনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল স্থলপথ। অভিবাসন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন বা আইওএমের সর্বসাম্প্রতিক এক রিপোর্টে দেখা গেছে, বিপজ্জনক মরুভূমি পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে গিয়ে প্রতি বছর শত শত মানুষ প্রাণ হারান। তাদের তথ্য দেখাচ্ছে, ২০২২ সালে আমেরিকা জুড়ে ১৪৫৭ জন মৃত ও নিখোঁজ অভিবাসনপ্রত্যাশীর তথ্য নথিভুক্ত হয়েছে। শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্ত অঞ্চলেই ৬৮৬টি মৃত্যু ও নিরুদ্দেশের ঘটনা ঘটেছে।

মধ্য ও উত্তর আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চল বিষয়ক আইওএমের আঞ্চলিক অধিকর্তা মাইকেল ক্লেইন সলোমন এই বিবৃতিতে বলেন, এই তথ্য নিয়ে দেশগুলির শেষ পর্যন্ত করণীয় হল, অভিবাসনের নিরাপদ ও নিয়মিত যাত্রাপথ যাতে সহজলভ্য হয় তা নিশ্চিত করা।

জাতিসংঘের এই সংস্থা জানিয়েছে, ২০১৪ সালে আইওএমের নিখোঁজ অভিবাসনপ্রত্যাশীদের প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে গোটা বিশ্বজুড়ে ২০২২ সাল ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ বছর।

আইওএমের বক্তব্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্তে ঘটা মৃত্যুর প্রায় অর্ধেক ঘটেছে সোনোরান ও চিহুয়াহুয়া মরুভূমিতে। এতে আরও বলা হয়েছে, প্রকৃত সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি হওয়ার আশংকা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশগুলি যেখানে মেক্সিকোর সীমান্তে রয়েছে সেখানকার স্থানীয় কর্মকর্তা ও মেক্সিকান অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংস্থাগুলির কাছে অনেক তথ্য নেই।

১৯৯৮ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্তে ৮ হাজারের বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু নথিভুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত টহলদারি দল। অভিবাসীদের সমর্থকরা বলছেন , এই হিসেবটা সম্ভবত অনেক কম করে দেখানো হয়েছে। ভিওএ যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মৃত্যুর সবচেয়ে হালনাগাদ তথ্য জানতে চেয়েছিল, কিন্তু ২০২৩ অর্থবর্ষে সেই সংখ্যাটা কত তা তারা জানায়নি।

পর্যটন ২০২২ সালে প্রায় দশ লাখ বিদেশি পর্যটক রোমানিয়ায় গিয়েছিলেন

ড্রাকুলার দেশে অন্যরকম পর্যটন

রোমানিয়া ঃ ড্রাকুলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে রোমানিয়া, বিশেষ করে ট্রানসিলভেনিয়ার নাম। ২০২২ সালে প্রায় দশ লাখ বিদেশি পর্যটক রোমানিয়ায় গিয়েছিলেন। তবে তাদের ৭০ থেকে ৮০ ভাগই ড্রাকুলাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সাইট পরিদর্শন করতে যান।

কিন্তু ট্রানসিলভেনিয়ায় ড্রাকুলা ছাড়াও পর্যটন আকর্ষণ করার মতো আরো দর্শনীয় বিষয় আছে। তেমনই এক জায়গা র‍্যাভেনস নেস্ট। এটি ট্রানসিলভেনিয়ার পাহাড়ের গহীনে লুকানো একটি অভিজাত থাকার জায়গা।

র‍্যাভেনস নেস্ট পরিত্যক্ত শেড, শস্যাগার আর আস্তাবল থেকে তৈরি করা হয়েছে, যেগুলো একসময় স্থানীয়রা তাদের পশু চরানোর জন্য ব্যবহার করতেন। রোমানিয়ান বংশোদ্ভূত ভ্রমণপ্রিয় মানুষ হ্যান্স এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘প্রয়োজনীয় জ্বালানি, হিট পাম্প আমরা নিজেরাই তৈরি করি। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারেরও সুযোগ আছে। কাছের এলাকা থেকে খাবার আসে। সেরা মাংস, আর বাগান থেকে সবজি আসে।’’

স্থানীয় অর্থনীতিও এ থেকে উপকৃত হচ্ছে। স্থানীয় মিস্ত্রিরা কাঠের ঘরগুলো তৈরি করেছেন। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ফার্নিচার তৈরি করা হয়েছে। সবচেয়ে পুরনো বাড়িটি ১৮৯৬ সালের।

হ্যান্স বলেন, ‘‘অনেক অর্থ ব্যয় করে বাড়িগুলো সংস্কার করা হয়েছে। সঙ্গে ভালোবাসাও ছিল। প্রতিটি অংশ সংস্কার করা হয়েছে, অনেকটা লেগো দিয়ে তৈরির মতো।’’

সাসটেইনেবিলিটি, মিনিমালিজম, শান্তি এবং প্রকৃতি ঃ এটি কি এমন এক অভিজাত কৌশল, যেটা ব্যবহার করে রোমানিয়া আরও পর্যটক আকর্ষণ করতে পারে?

এসোসিয়েশন অফ রোমানিয়ান ট্র্যাভেল এজেন্সির আড্রিয়ান ভোইকান বলেন, ‘‘এখানে এমন সব জায়গা আছে যেখানে বিলাসবহুলভাবে থাকার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু রোমানিয়াতে আসা ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষ শুধু ড্রাকুলার জন্য আসেন। কারণ তারা শুধু সে সম্পর্কেই জানেন। পর্যটন শিল্পে কাজ করা আমাদের ইংলিশ সহকর্মীরা একদিন দারুন একটা কথা বলেছিলেন ঃ ‘ভয়ংকর ভ্যাম্পায়ারদের ভুলে যান!’ রোমানিয়ায় পাগল প্রকৃতি আর সংস্কৃতি আছে।’’

২০২২ সালে প্রায় দশ লাখ বিদেশি পর্যটক রোমানিয়ায় গিয়েছিলেন। ইউরোপের পরিচিত দেশগুলোর তুলনায় সংখ্যাটি খুবই কম। রোমানিয়া পর্যটকদের প্রিয় গন্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তবে এমন ‘স্লো টুরিজম’ এর সুযোগ তৈরি করে রোমানিয়া পর্যটকদের টানতে পারে।

র‍্যাভেনস নেস্টে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও অনেক প্রকৃতি উপভোগ করা যায়। টুর অপারেটররা পাহাড় পরিদর্শনেরও ব্যবস্থা করেন যেখানে দায়িত্বশীলভাবে প্রকৃতির সান্নিধ্যে যাওয়া যায়।

তারার নীচে মুভি প্রদর্শনী আর ক্যাম্পফায়ার। র‍্যাভেনস নেস্টে সন্ধ্যার কর্মসূচিগুলোও দারুন উপভোগ্য হয়ে থাকে।

জাতীয় খবর রাজনীতি JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ বছর মাধ্যমিক পড়ুয়া। ঘটনায় এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের

শিলিগুড়ি। জিত দাস নামে ওই ছাত্রের বয়স মাত্র ১৬ বছর। তার বাড়ি শিলিগুড়ির অদূরে ডাবগ্রাম ২ নং অঞ্চলের বারিভাসা এলাকায়। শিলিগুড়ির নেতাজী বয়েজ হাই স্কুলের ক্লাস ১০এর ছাত্র সে। সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। কিন্তু পড়ার কোনো আগ্রহ নেই ছেলের মধ্যে। পাল্টা মোবাইলে ঝোঁক। সেই নিয়ে মা বকাঝকা করেছিল, মোবাইল না ঘেটে একটু পড়তে বসার জন্য, পড়ায় মনোযোগ দেওয়ার জন্য। এদিকে আগের দিন রাতে বোনের সাথেও ঝামেলা হয়ে গিয়েছিল এই মোবাইল নিয়েই। জিতের মা টুম্পা দাস জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠে ফুলেশ্বরীতে টিউশন পড়তে গিয়েছিল তার ছেলে। তারপর আর বাড়িতে ফেরেনি। টিউশনি থেকে ফেরার সময় পার হয়ে যাওয়ার পরে তারা অপেক্ষা করেছিলেন হয়তো ফিরবে। কিন্তু বেলা গড়িয়ে রাত হয়ে যাবার পর চিন্তা শুরু হয়। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু বান্ধব, এবং আশেপাশের চেনা পরিচিত যারা রয়েছেন, সব জায়গাতেই খোঁজ নেন। কিন্তু কোথাও হদিস মেলেনি জিতের। এরপরই পুলিশের দ্বারস্থ হয় জিতের পরিবার। ২৪ঘণ্টা পর ছেলের নিখোঁজ হওয়ার ডায়েরি করা হয় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এনজেপি থানায়। অভিযোগ দায়ের করার পর নিখোঁজ জিতের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে ছেলেকে না পেয়ে হন্যে হয়ে খুঁজছে তাঁর পরিবারের লোকেরা। রীতিমতো কান্নায় ভেঙে পড়েছেন জিতের মা। তার আবেদন, কেউ যদি এই কিশোরকে কোথাও দেখে থাকেন তৎক্ষণাৎ তাকে তুলে দিন স্থানীয় পুলিশের হাতে। নয়তো যোগাযোগ করুন ৯৮৩২৩ ৭৭৩২০ এই নম্বরে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি। জলপাইগুড়ির বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড জলমগ্ন

জলপাইগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি। গত কয়েকদিন ধরে একটানা বৃষ্টি জলপাইগুড়িতে। রবিবার সকাল থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি জেলা জুড়ে। বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন। তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়। এদিন সকাল সাতটার তিস্তা ব্যারেজ থেকে ১৬০০ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে। পাহাড় ও সমতলে বৃষ্টির কারণে তিস্তা নদীর জল বাড়তে শুরু করেছে। জলপাইগুড়ি পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন। চরম দুর্ভোগকে সাধারণ মানুষজন।

ইসলামপুর জেলা পুলিশ একটি বড় সাইবার প্রতারক চক্রের ফাঁস, গ্রেফতার ৩

উত্তর দিনাজপুর ঃ সাইবার প্রতারণা নিয়ে বড়সড় সাফল্য ইসলামপুর পুলিশ জেলার। ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মন্ডল আজ তিস্তা কম্পাউন্ড পুলিশ সুপার অফিসের হলে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি জানান সম্প্রতি চোপড়া থানায় সাইবার প্রতারণার টাকা সংক্রান্ত ও আধার থেকে টাকা তোলার ব্যাপারে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের পুলিশে হেফাজতে নিয়ে আরো কয়েকটি চক্রের হদিস মিলেছে তবে সাধারণ মানুষকে তাদের বায়োমেট্রিক লক করার কথা বলেন এবং সচেতন থাকার কথা।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার শিলিগুড়ি ডিপোর সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্থার মাননীয় সভাপতি, এম ডি সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে সরজমিনে পরিদর্শন

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার শিলিগুড়ি ডিপোর সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্থার মাননীয় সভাপতি, এম ডি সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে সরজমিনে পরিদর্শন। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার শিলিগুড়ি ডিপোর সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্থার মাননীয় সভাপতি, এম ডি সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে সরজমিনে পরিদর্শন। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার শিলিগুড়ি ডিপোর সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্থার মাননীয় সভাপতি, এম ডি সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে সরজমিনে পরিদর্শন। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার শিলিগুড়ি ডিপোর সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্থার মাননীয় সভাপতি, এম ডি সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে সরজমিনে পরিদর্শন।

মিনি দুর্গা বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন জলপাইগুড়ির দেবাশীষ

জলপাইগুড়ি ঃ মিনি দুর্গা বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন জলপাইগুড়ির দেবাশীষ। ইতিমধ্যেই নেপাল, আসাম, রাজস্থান সহ বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দিয়েছে তার এই ছোট্ট দুর্গা প্রতিমা।প্রতিমা বানানোর কাজ ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাখাল দেবী এলাকার বাসিন্দা দেবাশীষ ঝা। তাকে সহযোগিতা করছেন তার পরিবারের লোকজন। ছোট্ট প্রতিমা শিল্পী এতো নিখুঁত এবং সুন্দর ছোট্ট দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে মন কেড়েছেন অনেকেরই।প্রতিমার সমস্ত গহনা থেকে শুরু করে মাটি, বাঁশ, সুতলি, খর, পেরেক ও রং তুলি সবই দরকার পরে এই প্রতিমা বানাতে। প্রতিমার সমস্ত গহনা তিনি নিখুঁতভাবে তৈরি করে থাকেন। কারণ বাজারে এসব ছোট জিনিস সহজে মিলে না। তাই এই ছোট দুর্গা প্রতিমার জন্য তিনি মুকুট থেকে মালা ও অন্যান্য সমস্ত গয়না নিজেই তৈরি করেন। মাত্র ১০ থেকে ১২ ইঞ্চি এই প্রতিমা জেলার পাশাপাশি রাজ্যের বাইরেও স্থান পেয়েছে।করোনাকালেও বেশ কয়েকটি প্রতিমার অর্ডার পেয়েছিলেন তিনি।গত বছরও দেবাশীষবাবুর কয়েকটি প্রতিমা বিক্রি হয়েছিলো। অনেক আশা নিয়ে এবছর কয়েকটি প্রতিমা তিনি তৈরি করলেও এখনো কোনো অর্ডার পাননি তিনি, হতাশ দেবাশীষ বাবু হাল ছেড়েই দিয়েছেন। পুজোর সময় বেশ কয়েকটি প্রতিমা বিক্রি হলে সংসারে সুবিধা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে তিনি প্রতিমা বানিয়ে আসছেন। বঞ্চিত শিল্পী ভাতা থেকে সরকারি সুযোগসুবিধা। বড়ো বড়ো পুজো হচ্ছে। বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন ইতিমধ্যেই বড়ো প্রতিমার জন্য বায়না দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু দেবাশীষ বাবুর প্রতিমার কোন অর্ডার না আসায় হতাশ তিনি ও তার পরিবার।বর্তমানে জিনিসের দাম উর্ধ্ব মুখী তাতে সংসার চালাতে খুবই অসুবিধা। মাত্র কয়েক বছর হলো প্রতিমা বানানোর পাশাপাশি তিনি একটি ছোট্ট দোকান করে সংসার চালান।কিন্তু চিন্তায় দেবাশীষ বাবু, আদৌ এই শিল্প ধরে রাখতে পারবেন কিনা? এখন পর্যন্ত প্রতিমা বায়না না পাওয়ায় মন খারাপ দেবাশীষ বাবু ও তার পরিবারের। তিনি আরো আক্ষেপ করে বলেন এই প্রতিভা বানাতে যা শ্রম এবং খরচ সেই অনুপাতে দামও পাওয়া যায় না।

সিকিম গিয়ে বিপত্তি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ পেলিং থেকে গ্যাংটক যাওয়ার কথা ছিল সিউড়ির কাজল কুমার চক্রবর্তী এবং তার পরিবারের। কিন্তু সকাল থেকেই রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় একের পর এক খবর পেয়ে শিলিগুড়ি ফেরার পরিকল্পনা করেন তাঁরা। ফিরতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন পেলিং থেকে শিলিগুড়ি ফেরার রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এরপরই স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি আরও একটি বিকল্প রাস্তার কথা জানতে পারেন। সেই মতো পেলিং থেকে জোরথাংয়ে পৌঁছান তাঁরা। সেখান থেকে বিজনবাড়ি, দার্জিলিং, কার্শিয়াং হয়ে শিলিগুড়ি ফেরেন কাজল কুমার চক্রবর্তীরা।

বেহাল রাস্তা উলটালো টোটো

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃসিউড়ি থেকে আমোদপুর যাওয়ার পুরন্দরপুর মোড়ের কাছে বেহাল রাস্তা দুর্দশায় সাধারণ মানুষজন । বৃহস্পতিবার টোটো উল্টে জখম হয় এক বৃদ্ধা প্রতিবাদে রাস্তা মেরামতের দাবিতে প্রায় এক ঘন্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা । স্থানীয় বাসিন্দা গোপীনাথ চন্দ বলেন, পুজোর আগে প্রশাসন রাস্তা মেরামত করে দিলে খুব ভালো হয় । টোটোচালক রনজিৎ প্রামাণিক বলেন, প্রচন্ড অসুবিধা হচ্ছে প্রশাসন সবই দেখছে । মেরামত করে দিলে ভালো হয় ।

গাছে ধাক্কা যাত্রীবাহী বাসের জখম

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সিউড়ি থেকে বক্রেশ্বরগামী দেশবন্ধু বাস বক্রেশ্বর ঢোকার আগে গাছে ধাক্কা মারে । খবর পেয়ে ছুটে আসে দুবরাজপুর থানার পুলিশ । স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে উদ্ধার করে সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায় । মন্টু দাস বলেন, আমার পরিবারের পাঁচজন সিউড়ি থেকে বক্রেশ্বর স্নান করতে যাচ্ছিলো । দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসি । বাসের যাত্রী অজয় মুরি বলেন, খালাসী থেকে কন্ডাক্টার তারপর চালক হয়েছে ষাট স্পিডে বাস চালাচ্ছিল । স্টিয়ারিং কেটে গিয়ে গাছে ধাক্কা মারে ।

বধূ নির্যাতনে গ্রেপ্তার অনুব্রত ঘনিষ্ঠ তৃণমূল প্রাক্তন ব্লক সভাপতির বৌদি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বধূ নির্যাতনের অভিযোগে শুক্রবার ভোরে চিনপাই গ্রামে নিজের বাড়ী থেকে বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল প্রাক্তন সভাপতি ভোলানাথ মিত্রের বড় বৌদি ভারতী মিত্রকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ । সিউড়ি আদালতে তোলা হয় । আইনজীবী মোক্তার হোসেন বলেন, আগামী নয় অক্টোবর রাজমহল আদালতে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক । কয়েকমাস আগে দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি পদ থেকে ভোলানাথ মিত্রকে সরিয়ে দিয়েছিল বীরভূম জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব । বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের অত্যনত ঘনিষ্ঠ এই ভোলানাথ মিত্র । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বছর তেরো আগে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাহেবগঞ্জ জেলার বারহাওড়া থানার গোয়ালখোর গ্রামের শিউলি দাসের সঙ্গে বীরভূম জেলার চিনপাই গ্রামের অনিমেষ মিত্রের বিয়ে হয়েছিল । বিয়ের পর থেকে অত্যাচারের অভিযোগে রাজমহল আদালতে বধূ নির্যাতনের মামলা করেছিল নির্যাতিতা গৃহবধূ শিউলি ।

সহকর্মীর অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কে স্মারকলিপি প্রদান অল ওয়েস্ট বেঙ্গল health assistant ফিমেল এন্ড সুপারভাইজার ফিমেল ওয়ার্কার এসোসিয়েশন

জলপাইগুড়ি সহকর্মীর অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কে স্মারকলিপি প্রদান অল ওয়েস্ট বেঙ্গল health assistant ফিমেল এন্ড সুপারভাইজার ফিমেল ওয়ার্কার এসোসিয়েশন।শুক্রবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদারদের সাথে দেখা করেন health assis-tant ফিমেল এন্ড সুপারভাইজার ফিমেল ওয়ার্কার এসোসিয়েশনের সদস্যারা।এদিনের ডেপুটেশনে health assistant ফিমেল এন্ড সুপারভাইজার ফিমেল ওয়ার্কার এসোসিয়েশনের সদস্যদের অভিযোগ তাদের সহকর্মী মুর্শিদাবাদ জেলার স্মৃতি রেখার ঘোষ সাহার সাথে উর্ধ্বতন আধিকারিক এসিএমওএইচ (মুর্শিদাবাদ) রাজীব সান্যাল অশালীন আচরণ ও শ্লীলতাহানির মতো কুৎসিত ব্যবহারের প্রতিবাদে ধিক্কার জানাই তারা। রাজীব সান্যাল এর বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ তিনি বিএমএস থাকা কালীন কর্মচারীদের সঙ্গে রক্ষার জনক আচরণ করেছেন। তখনো প্রতিকার চেয়ে আবেদন করা হলে কোন সুরাহা হয়নি। উল্টে প্রশাসনিক সহযোগিতায় পদন্নতি পেয়েছেন তিনি। কিন্তু বারবার এ ধরণের ঘটনায় পুরু আবৃত্তি মেনে নেওয়া হবে না পরিস্কার জানিয়ে দেন health assistant ফিমেল এন্ড সুপারভাইজার ফিমেল ওয়ার্কার।রাজীব সান্যাল এর মত বর্বর আধিকারিক এর কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা।ঘটনায় খুব শীঘ্রই যদি সুরাহা না হয় তাহলে তারা সমস্ত রিপোর্ট বন্ধ করে দীর্ঘকালীন কর্ম বিরতির পথে হাঁটবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন জেলা সম্পাদিকা রুনু ঘোষ।এ বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার কে প্রশ্ন করা হলে ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে নারাজ।

গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অবৈধভাবে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি ও রিফাইলিং করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো ইনফোর্সমেন্ট গ্রুপের আধিকারিক

শিলিগুড়ি গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অবৈধভাবে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি ও রিফাইলিং করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো ইনফোর্সমেন্ট গ্রুপের আধিকারিক। গতকাল শিলিগুড়ি মহাকুমার ঘোষপুকুর মৈলানী জোত এলাকায় হানা দেয় ঘোষপুকুর রুরাল ইনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা।সেখান থেকে মোট ২৬ টি সিলিন্ডার উদ্ধার করে অবৈধভাবে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অভিযোগে সুরজ প্রসাদ শাহ(৩৬) গ্রেফতার করে। বলে জানা যায় বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় সেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ফাঁসিদেওয়া থানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। আদালতের কাছে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের পুলিশ আধিকারিকরা।

টানা বৃষ্টিতে রাস্তা ধ্বসে গিয়ে ময়নাগুড়ি রোড এলাকায় তীব্র যানজট

জলপাইগুড়ি টানা বৃষ্টিতে রাস্তা ধ্বসে গিয়ে ময়নাগুড়ি রোড এলাকায় তীব্র যানজট। শুক্রবার রাত থেকে যানজট দেখা যাচ্ছে। শনিবার সকাল ১১ টা পর্যন্ত একই ছবি। ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে পুলিশের একাধিক আধিকারিক। তাদের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে ময়নাগুড়ি রোড এলাকায় ওভার ব্রিজের কাজ চলছে। বর্তমানে ডাইভারসন রাস্তা দিয়ে চলাচল হচ্ছে এই জাতীয় সড়কে। এখানেই মাঝেমধ্যেই এরকম বিপত্তি হয় বলে অভিযোগ।

২০ বোনাস প্রদানের দাবিতে গেট মিটিং এ সামিল চা শ্রমিকরা

আলিপুরদুয়ার ঃ উত্তরের চা বলয়ের শ্রমিকদের ২০ বোনাস প্রদানের দাবিতে শনিবারও আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিটি চা বাগানে প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে গেট মিটিং এ সামিল হলো চা শ্রমিকরা। চা শ্রমিকদের বোনাস নিয়ে এখন পর্যন্ত দুটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক আয়োজিত হয়েছে। কিন্তু দুটি বৈঠক ভেস্তে গিয়েছে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। আগামী ৫ ও ৬ই অক্টোবর পূনরায় বোনাস বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে। চা শ্রমিকদের ২০ বোনাসের দাবিতে অনড় সমস্ত শ্রমিক সংগঠন।শনিবার আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন চা বাগানে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন ও বিজেপির চা বাগান সংগঠন বিটিডাব্লুইউ এর পক্ষ থেকে গেট মিটিং আয়োজিত হয়।প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এদিন সকালে প্রতিটি চা বাগানে গেট মিটিং এ সামিল হয় শ্রমিকরা।এদিন কালচিনি ব্লকের আটিয়াবাড়ি ,ভাতখাওয়া, মেচপাড়া, মালঙ্গী,নিমতি সহ বিভিন্ন চা বাগানে গেট মিটিং হয়।

দু দিনের মালদা সফরে এলেন প্রবীন সাংবাদিক ও জীবনবাদী লেখক ড.পার্থ চট্টোপাধ্যায়

মালদা দু দিনের মালদা সফরে এলেন প্রবীন সাংবাদিক ও জীবনবাদী লেখক ড.পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ শতাব্দী এক্সপ্রেসে মালদা টাউন স্টেশনে নামেন পার্থ বাবু। স্টেশনে নামার সময় জীবনবাদী পাঠক পাঠিকা ও শিক্ষক, অধ্যাপক শুভানুধ্যায়ীদের তরফে ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। স্টেশনে ৮৬ টি গোলাপ ফুলের মালা পরিয়ে পার্থ বাবুকে বরণ করে তার দীর্ঘায়ু কামনা ও শুভেচ্ছা জানান সদস্যরা । আপ্লুত ও পার্থবাবু জানান আমি খুব খুশি ও আপ্লুত । মোথাবাড়ি থানার উত্তর লক্ষীপুর হাইস্কুলে শনিবার ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধ গঠন ও শিক্ষা বিষয়ক এক আলোচনায় আলোকপাত করবেন প্রবীন লেখক। এছাড়া রবিবার মালদা শহরে টাউন হলে এক জীবনবাদী পাঠক পাঠিকা সম্মেলনে জীবন গড়ার ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক আলোচনাসভায় মুখ্য বক্তা হিসাবে ভাষন দেবেন। এই সম্মেলন শুরু হবে দুপুর ২ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত।জীবনবাদী দর্শনের প্রবক্তা, বিশিষ্ট লেখক, সামাজচিন্তাবিদ ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও সাংবাদিকদের মাস্টারমশাই ৮৬ বছরে ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় মুখ্য বক্তা । পার্থ বাবুর সঙ্গে এসেছেন তরুণ লেখক ও কর্পোরেট ট্রেনার অতনু প্রজ্ঞান বঃেদাপাধ্যায় ও কবি সমরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী। ৮৬ বছর বয়সে জীবনবাদী পাঠক সম্মেলন অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে বলে মনে করছেন পাঠকরা। মালদহের বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে ডঃ চট্টোপাধ্যাকে তাঁর আসন্ন ৮৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে । রবিবারের কর্মশালাটি প্রধানত মালদহের বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের জন্য। কেমন করে জেলার ছেলে মেয়েরা জীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে প্রত্যেকে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠবে তার পথ নির্দেশ থাকছে এই কর্মশালায়। মালদহে জীবনবাদী লেখক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনবাদী পাঠক পাঠিকা সম্মেলন উপলক্ষে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশিত হবে । পার্থবাবুর আগমনে সম্মেলন ঘিরে পাঠকদের মধ্যে উৎসাহ রয়েছে যথেষ্ট। রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বার মালদায় এসেছেন তিনি। ১৯৫৫ সালে মালদহে প্রথম আসা আর জীবনের শেষ বেলায় ৮৬ বছর বয়সে আবার পদার্পণ সেই মালদা । মহা জীবনের একটি বৃত্ত যেন শেষ হলো পার্থ বাবুর। জীবনবাদী সম্মেলন ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলকাতা থেকে দেজ পাবলিশিং পার্থ বাবুর ৮০টি জীবনবাদী বইয়ের একটি প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা করেন।

উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে রেশম সুতো তৈরী বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল কালিয়াচক ১ ব্লকের মহেশপুর চাতরা গ্রামে

মালদা উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে রেশম সুতো তৈরী বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল কালিয়াচক ১ ব্লকের মহেশপুর চাতরা গ্রামে ক্রকেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদের আর. এস. টি. আর. এস মালদা অফিসের উদ্যোগে আযয়োজিত সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বৈজ্ঞানিক ডক্টর দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়, উপ অধিকর্তা রেশম ঊষা দাস, এস টি এ ধীরেস্বর মৈত্র সহ একাধিক কর্তা ব্যাক্তিক্রএম.আর. এম উন্নত মেশিনে উন্নত মানের রেশম সুতো তৈরী বিষয়ে আলোচনা করা হয় রেশম কাটাই শিল্পের সঙ্গে জড়িত দের কারিগরী জ্ঞান দেওয়া হয়ক্র রেশম কাটাই শিল্পের নানান সমস্যার কথা তুলে ধরেন উপস্থিত রিলার রা

খুনের ঘটনায় আরো একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

উত্তর দিনাজপুর ঃ মোহাম্মদ রাহির খুনের ঘটনায় আরো একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।এম ডি তমরেজ। বয়স তত্রিশের তমরেজের বাড়ি বিহারের কিশানগঞ্জ জেলার গলগলিয়াতে।আগামীকাল তাকে ইসলামপুর কোর্টে তোলা হবে বলে হোয়াইটস এপ ম্যাসেজে জানান ইসলামপুর পি ডি র অ্যাডিশনাল এস পি কার্তিক চন্দ্র মন্ডল। মোহাম্মদ রাহির খুনের ঘটনায় আরো একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।এম ডি তমরেজ। বয়স তত্রিশের তমরেজের বাড়ি বিহারের কিশানগঞ্জ জেলার গলগলিয়াতে।আগামীকাল তাকে ইসলামপুর কোর্টে তোলা হবে বলে হোয়াইটস এপ ম্যাসেজে জানান ইসলামপুর পি ডি র অ্যাডিশনাল এস পি কার্তিক চন্দ্র মন্ডল।

আবহাওয়া আপডেট

কলকাতাঃ মনসুন এই মুহূর্তে আমাদের নর্থ বেঙ্গলে একটিভ রয়েছে সাউথ বেঙ্গল নরমাল রয়েছে গতকাল একটি ঘূর্ণাবর্তর অবস্থান ছিল ঝাড়খণ্ডের উপরে সেটা এখন সরে গিয়ে সাউথবেস্ট বিহার এবং অ্যাড joining এরিয়া মনসুন অক্ষরেখা পাস করছে পুরুলিয়া গুনা সাতনা কৃষ্ণনগর হয়ে মনিপুর ২৮ তারিখ নাগার একটি সাইক্লোন সিচুয়েশন হতে চলেছে আন্দামান সি এর উপরে তার ফলে ৪৮ ঘণ্টায় লো প্রেসার পরিণত হবে এই সিস্টেমের ফলে নর্থ বেঙ্গলে সব জেলাতেই লাইট টু মডারেট রেন ফল হবে আজকে বাড়ি থেকে অতি ভারীর বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে কালিম্পং জলপাইগুড়ি দার্জিলিং দুই দিনাজপুরে, মালদা কোচবিহার পরশু দিয়ে নর্থ বেঙ্গলে বৃষ্টিটা অনেকটাই কমে যাবে সাউথ বেঙ্গল এর জন্য আজ এবং আগামীকাল লাইক টু মড্রেট রেইনফল আজকে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির চান্সেস রয়েছে বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া নট এন্ড সাউথ ২৪ পরগনাতে। আজ এবং কাল এবং পরশু সেই সাথে ঠান্ডার স্টম এক্টিভিটিও থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের ঘাটতি চলছে এখন ২২ পার্সেঃট এবং নর্থ বেঙ্গলে ক্লাস ফোর চলছে সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার ক্ষেত্রে যতটা বৃষ্টি হওয়া উচিত তার চেয়ে ৬৬ শতাংশ বৃষ্টি বেশি হয়েছে কলকাতার ক্ষেত্রে। ২৮ তারিখ নট আন্দামান সি তে যে ঘূর্ণাবর্ত্যটা হতে চলেছে সেটার আপডেট ২৫ তারিখ নাগাদ দেওয়া হবে।

নিজের ফ্ল্যাটেই বয়স্ক মহিলার মৃত্যু। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ল মৃত্যুর কারণ

বাগুইআটি ১১ সেপ্টেম্বর বাগুইআটির অনুপমা আবাসনে নিজের ফ্ল্যাটে মারা যান ৭০ বছর বয়স্কা এক মহিলা। দীর্ঘ সাত বছর ধরে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না। নিজের ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন তিনি। তাকে দেখাশোনা করার জন্য দুজন আয়া রাখা ছিল নারায়নপুরের এক আয়া সেন্টার থেকে। ১১ তারিখ সকাল বেলায় ওই মহিলা মারা গেলে তার আত্মীয় আসে এবং শেষকৃত্য সম্পন্ন করে। এরপরই পরিবারের লোকজনের ১৯ তারিখ ওই বৃদ্ধার ঘরে থাকা সিসিটিভির ফুটেজ দেখে। সিসিটিভির ফুটেজ ছিল রীতিমতো হাড় হিম করা। সেখানে স্পষ্ট দেখা যায় ওই মহিলাকে দেখাশোনা করার জন্য নিযুক্ত আয়া ১০ তারিখ প্রায় সারা রাত ধরে অত্যাচার করে বয়স্কা মহিলার উপর। এরপরই পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয় বাগুইআটি থানায়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ওই আয়া সোফিয়াকে। বিধাননগর পুলিশের ডিসি ঐশ্বরিয়া সাগর জানান, পুলিশের জেরায় ধৃত মহিলা স্বীকার করেছেন, তার ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ার জন্যই মহিলাকে মারধর করেছিলেন। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগুইআটি থানার পুলিশ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

পরিকাঠামোমূলক উন্নয়নের কাজের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কয়েকটি ট্রেন বাতিল, লিডু ডিব্রুগড় টাউন ডেমুর পরিষেবা মুর্কংসেলেক পর্যন্ত সম্প্রসারণ

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ মানকটা রোড ওভার ব্রিজ ভেঙে নতুন করে নির্মাণের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনের ডিব্রুগড় টাউন স্টেশনে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোমূলক ও সুরক্ষা সম্পর্কিত কাজ করার জন্য নীচের বিবরণ অনুযায়ী কয়েকটি ট্রেনের পরিষেবা আংশিকভাবে বাতিল করা হয়েছে।

ট্রেন পরিষেবার আংশিক বাতিল ঃ

. ২৯.০১.২০২৪ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১২৪২৪ (নিউ দিল্লি ডিব্রুগড় টাউন) রাজধানী এক্সপ্রেসটির যাত্রা ডিব্রুগড় টাউনের পরিবর্তে ডিব্রুগড় স্টেশনে সমাপ্ত করা হবে এবং চাউলখোয়া ও ডিব্রুগড় টাউনের মধ্যে বাতিল থাকবে। ট্রেনটি ডিব্রুগড় স্টেশনে ০৬.০০ ঘণ্টায় পৌঁছবে।

. ৩১.০১.২০২৪ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১২৪২৩ (ডিব্রুগড় টাউন নিউ দিল্লি) রাজধানী এক্সপ্রেসটির যাত্রা ডিব্রুগড় স্টেশন থেকে ২০.৫৫ ঘণ্টায় শুরু হবে এবং ডিব্রুগড় টাউন ও চাউলখোয়ার মধ্যে বাতিল থাকবে।

. ৩০.০১.২০২৪ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১৫৬৬৯ (গুয়াহাটি ডিব্রুগড় টাউন) নাগাল্যান্ড এক্সপ্রেসটির যাত্রা ডিব্রুগড় টাউনের পরিবর্তে ডিব্রুগড় স্টেশনে সমাপ্ত করা হবে এবং ডিব্রুগড় টাউন ও চাউলখোয়ার মধ্যে বাতিল থাকবে। ট্রেনটি ডিব্রুগড় স্টেশনে ১০.৩০ ঘণ্টায় পৌঁছবে। .৩১.০১.২০২৪ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১৫৬৭০ (ডিব্রুগড় টাউন গুয়াহাটি) নাগাল্যান্ড এক্সপ্রেসটির যাত্রা ডিব্রুগড় স্টেশন থেকে ১৪.২০ ঘণ্টায় শুরু হবে এবং ডিব্রুগড় টাউন ও চাউলখোয়ার মধ্যে বাতিল থাকবে।

. ৩১.০১.২০২৪ পর্যন্ত ট্রেন নং. ০৫৯১৫ (সিমলুগুড়ি ডিব্রুগড় টাউন) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল এর যাত্রা ডিব্রুগড় টাউনের পরিবর্তে ডিব্রুগড় স্টেশনে সমাপ্ত করা হবে এবং চাউলখোয়া ও ডিব্রুগড় টাউনের মধ্যে বাতিল থাকবে। ট্রেনটি ডিব্রুগড় স্টেশনে ০৮.৪৫ ঘণ্টায় পৌঁছবে।

. ৩১.০১.২০২৪ পর্যন্ত ট্রেন নং. ০৫৯১৬ (ডিব্রুগড় টাউন সিমলুগুড়ি) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল এর যাত্রা ডিব্রুগড় স্টেশন থেকে ১৭.৩৫ ঘণ্টায় শুরু হবে এবং ডিব্রুগড় টাউন ও চাউলখোয়ার মধ্যে বাতিল থাকবে।

ট্রেন পরিষেবা সম্প্রসারণ ঃ ৩১.০১.২০২৪ পর্যন্ত ট্রেন নং. ০৭৯০২০৭৯০৩ (ডিব্রুগড় টাউন লিডু ডিব্রুগড় টাউন) ডেমু স্পেশাল এর পরিষেবা ডিব্রুগড় হয়ে মুর্কংসেলেক পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ট্রেন নং. ০৭৯০২ (লিডু মুর্কংসেলেক) ডেমু স্পেশাল ডিব্রুগড় স্টেশনে পৌঁছবে ০৯.৪০ ঘণ্টায় এবং ০৯.৫০ ঘণ্টায় প্রস্থান করে মুর্কংসেলেক পৌঁছবে ১২২০ ঘণ্টায়। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৭৯০৩ (মুর্কংসেলেক লিডু) ডেমু স্পেশাল মুর্কংসেলেক স্টেশন ছাড়বে ১৫.৩০ ঘণ্টায় এবং ডিব্রুগড় পৌঁছবে ১৭.৩৫ ঘণ্টায়।

আইএমএফের ঋণে চ্যালেঞ্জের মুখে এনবিআর

ঢাকা। আইএমফের ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি পরিশোধে চলতি অর্থ বছরে গত বছরের চেয়ে ২৪ হাজার কোটি টাকা বেশি আয়কর আদায়ের প্রতিশ্রুতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের। বিশ্লেষকরা বলছেন, ২৪ হাজার কোটি টাকা বাড়তি আদায় করলেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব না।

এনবিআর কখনোই তার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ হলো কর প্রশাসনের অদক্ষতা, দুর্নীতি এবং অটোমেশনের অভাব। গত অর্থবছরে এনবিআরের রাজস্ব আদায়ে ঘাটতির পরিমাণ ৪৪ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল তিন লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা। এর বিপরীতে রাজস্ব আদায় হয়েছে তিন লাখ ২৫ হাজার ২৭২ দশমিক ৩৭ কোটি টাকা। রাজস্ব আদায়ের তিন খাতের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে ঘাটতির পরিমাণ ১৯ হাজার ২৮৩ কোটি টাকা। এ খাতে এক লাখ ১১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৯১ হাজার ৭১৭ কোটি টাকা। একই সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে মূসক আদায়ে ঘাটতি ১৬ হাজার ২৬৬ কোটি টাকা। এ খাতে এক লাখ ৩৬ হাজার ৯০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে এক লাখ ২০ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা। এছাড়া আয়কর ও ভ্রমণ কর আদায়ে ঘাটতি ৯ হাজার ১৭৮ কোটি টাকা। এ খাতে লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক লাখ ২২ হাজার ১০০ কোটি টাকা, আদায় হয়েছে এক লাখ ১২ হাজার ৯২১ কোটি টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরের মোট রাজস্ব আদায়ের তুলনায় গত অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি ৮.১২ শতাংশ হলেও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে এনবিআর পিছিয়ে আছে।

২০২১-২২ অর্থ বছরে তিন লাখ ৮৫২.৪১ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়। ঘাটতি ছিল ২৮ হাজার কোটি টাকার। তবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঘাটতি তার চেয়েও ১৬ হাজার কোটি টাকা বেড়েছে।

আইএমএফ জিডিপির তুলনায় কর আদায়ের অনুপাত ৭.৮ থেকে বাড়িয়ে ৯.৫ শতাংশে উন্নীত করার শর্ত দিয়েছে। আইএমএফের প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার এনবিআরের সঙ্গে বৈঠক করে। বৈঠকে এনবিআর আগের অর্থ বছরের তুলনায় ২৪ হাজার কোটি টাকা বেশি রাজস্ব আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে বাড়তি এই কর আদায়ে এনবিআর চলতি অর্থ বছরে আদায় করতে পারলেও তা টার্গেটের চেয়ে কম হবে। বৈঠকে এনবিআর কর্মকর্তারাই বলেছেন, কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হবে। চলতি অর্থবছরে (২০২৩২৪) রাজস্ব আদালের লক্ষ্যমাত্রা হলো চার লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। ২৪ হাজার কোটি টাকার ৯ হাজার কোটি টাকা বেশি আসবে নতুন আয়কর থেকে আর বিভিন্ন মামলায় আটকে থাকা কর থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব হবে বলে এনবিআর মনে করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আয়কর থেকে আদায় হয়েছিল এক লাখ ১২ হাজার ৯২০ কোটি টাকা। সে হিসাবে চলতি অর্থবছরে আয়কর বাবদ মোট আদায় হবে এক লাখ ৩৬ হাজার ৯২০ কোটি টাকা।

২০১৮ সালে সিপিডি এক জরিপে দেখেছে, বাংলাদেশে বছরে কোটি টাকা আয় করেন এমন জনগোষ্ঠীর ৬৭ শতাংশ কর আওতার বাইরে আছে। কিন্তু তাদের করের আওতায় আনা যাচ্ছে না।

এখানে মোট রাজস্বের ৩৫ ভাগ আসে আয়কর বা ডাইরেক্ট ট্যাক্স থেকে। আর বাকি ৬৫ ভাগ আসে ভ্যাটসহ অন্যান্য ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স থেকে। এটা একটি বড় দুর্বলতা। আয়কর থেকে সবচেয়ে বেশি আদায় হওয়া উচিত বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ২৪ হাজার কোটি টাকা গত অর্থ বছরের চেয়ে বেশি কর আদায় করলে তাতে তো সমস্যার সমাধান হবে না। এতে বছরের তুলনায় সর্বোচ্চ শতকরা ১০ ভাগ বেশি কর আদায় হবে। তাতেও তো চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না। এনবিআর কখনোই তার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি। এই কর প্রশাসন দিয়ে তা সম্ভব হবে বলে মনে করি না।

তিনি বলেন, রাজস্ব আদায়ে অদক্ষতা, দুর্নীতি আর অটোমেশনের অভাবে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এখানে কর ব্যবস্থা এখনো চলে কাগজে কলমে। কোনো আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। আয়কর দিতে সক্ষম একটি গোষ্ঠীকে করের আওতায় তারা আনতে পারছে না। আবার উচ্চ আয় এবং কর্পোরেট আয়ের বড় একটি অংশ কর ফাঁকি দেয়। তাদের ধরা হয় না। এনবিআরের লোকজন তাদের ব্যক্তিগত সুবিধা নিয়ে ছাড় দেয়। অথচ যারা সৎ করদাতা তারা হয়রানির শিকার হন।

তিনি বলেন, কর ব্যবস্থার আধুনিকায়ন হলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আয়ের চিত্র তাদের কাছে পরিস্কার থাকতো। ব্যাংকিং সিস্টেমকে আরো আধুনিক করলে কর ফাঁকি দেয়া কঠিন হতো। সেটা করা হচ্ছে না। আইমএফের চাপ কেন, আমরা যদি রাজস্ব আয় না বাড়াতে পারি, তাহলে অর্থনীতিই তো চাপের মুখে পড়বে। তবে যেসব সংস্কার প্রয়োজন তা অল্প সময় বা এক বছরে সম্ভব নয়।

আইএমএফ ২০২৩২৪ র্অথবছরে করজিডিপির অনুপাত ০.৫ শতাংশ বাড়ানোর শর্ত দিয়েছে। পরের দুই র্অথবছর, অর্থাৎ ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ র্অথবছরে যথাক্রমে ০.৫ শতাংশ ও ০.৭ শতাংশ বাড়ানোর কথা বলেছে। এই তিনটি অর্থবছরে করজডিপিরি অনুপাত ১.৭ শতাংশ বাড়াতে হলে এনবিআরকে অতরিক্তি দুই লাখ ৩৪ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করতে হবে, যা তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

সিপিডির ডিস্টিংগুইশ ফেলো অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, রাজস্বের মূল সোর্স হতে হবে ডাইরেক্ট ট্যাক্স (আয় কর)। কিন্তু আমাদের এখানে উল্টো। দুই ভাগের তিন ভাগ আসে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স থেকে। ডাইরেক্ট ট্যাক্সের অনেক লুপ হোল এবং অনেক সম্ভাবনার জায়গা আছে। সেগুলো দেখতে হবে। আর সেটা দেখে কর আদায় বাড়াতে হলে কর প্রশাসনের দক্ষতা বাড়াতে হবে। তার কথা, এখানে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। সবার আগে দরকার ডিজিটাইশেন। দ্বিতীয়ত, এক্সপোর্ট এবং ইমপোর্টে ওভার ইনভয়েসিং এবং আন্ডার ইনভয়েসিং বন্ধ করতে হবে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর ও কাস্টমসের মধ্যে কোঅর্ডিনেশন আরো বাড়াতে হবে। সেটা হলে ব্যত্যয় বিচ্যুতি ধরা সহজ হবে।

চতুর্থত, এনবিআরের জনশক্তিকে আরো দক্ষ করতে হবে, লোকবল বাড়াতে হবে। ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশনের দিকে জোর দিতে হবে। পঞ্চমত, সবকিছু এনবিআরের ওপর নির্ভর করে না। এখানে স্ট্রং রাজনৈতিক সদিচ্ছার দরকার আছে। যেসব বিচ্যুতি, ব্যত্যয় হয় তার প্রতি জিরো টলারেন্স দেখাতে হবে।

আমি অপরাধ করিনি : ড. মুহাম্মদ ইউনূস

ঢাকা ঃ অর্থ পাচারের মামলায় বক্তব্য জানাতে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার হাজিরা দিয়েছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের আরও দুই কর্মকর্তা।

সকালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কার্যালয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশ্নের জবাবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ''আমি অপরাধ করিনি, শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।''

ইউনূস ছাড়াও গ্রামীণ টেলিকমের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আশরাফুল হাসান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নজরুল ইসলাম দুদক কার্যালয়ে আসেন।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান চিঠি দিয়ে ড. ইউনূসসহ তিন জনকে ৫ অক্টোবর হাজির হতে বলেন।

দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছে দুদক কার্যালয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশ্নের জবাবে ড. ইউনূস বলেন, ''কেন শঙ্কিত হবো? আমি অপরাধ করিনি, শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমাকে ডেকেছে, সে জন্য আমি এসেছি।'' তিনি আরও বলেন, ''যেহেতু এটা লিগ্যাল ম্যাটার। আমার আইনজীবী বুঝিয়ে বলবেন।''

গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড. ইউনূসের আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন সাংবাদিকদের বলেন, ''দুদকের উনার বিরুদ্ধে অভিযোগটি হচ্ছে, গ্রামীণ টেলিকমের ১০৬ জন কর্মচারী শ্রম আদালতে মামলা করেছিলেন কেন তাদের নিট মুনাফার পাঁচ শতাংশ দেওয়া হবে না? ট্রেড ইউনিয়নও মামলা করেছিল।'' ট্রেড ইউনিয়ন শ্রম আদালতের মামলাটি গোপন করে উচ্চ আদালতে এসে একটি মামলা করে।

''আমাদের বক্তব্য ছিল, গ্রামীণ টেলিকম সামাজিক ব্যবসার একটি প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে শিল্প কলকারখানা গড়ে তুলে বেকারত্ব দূর করা এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করাই মূল লক্ষ্য। তাতে বলা আছে, কেউ কোনো মুনাফা নেবে না। এই মুনাফায় সমাজের উন্নয়নের জন্য একটার পর একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে এবং বেকারত্ব দূর হবে,'' বলেন তিনি।

আবদুল্লাহ আল মামুন আরও বলেন, ''কোম্পানি আইনের ২৮ ধারায় আছে, সমাজের জন্য যারা কাজ করবে যে সংগঠন, তার মুনাফা দেওয়া নিষিদ্ধ। গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানি আইনের ২৮ ধারায় সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান মুনাফা দেওয়া নিষিদ্ধ। শ্রম আইনে কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত না। শ্রম আদালতের দায়িত্ব এই কোম্পানিতে যে শ্রমিকরা কাজ করবে তাদের অধিকার ও সুযোগসুবিধা দেখভাল করা।''

এর আগে গত ৩০ মে গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের ২৫ কোটি ২২ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে দুদক।

টুকরো খবর

টানা বর্ষণে গাজীপুর নগরে বিভিন্ন জলজট, যানজট

ঢাকা ঃ আয়তন বিবেচনায়, গাজীপুর বাংলাদেশের সবয়ে বড় সিটি কর্পোরেশন বা মহানগর। আর, শিল্প প্রধার নগর হওয়ায় এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। টানা বর্ষণে এই নগরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা। টানা বৃষ্টিতে গাজীপুর নগরীর বিভিন্ন স্থানে পানি জমেছে, ড্রেন উপচে জনভোগান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গী থেকে চান্দনা চৌরাস্তা পর্যন্ত বিভিন্ন পয়েন্টে পানি জমে থাকায় যানজট সৃষ্টি হয়েছে। মহাসড়কের ভোগড়া বাইপাস মোড় পানিতে তলিয়ে থাকায়, সেখানেও ব্যাপক যানজট। ফলে ভোগান্তিতে পড়েছে এলাকাবাসী এবং যাত্রীরা। নগরের প্রধান বাজার জয়দেবপুর। এখানকার বাজার ও বাস স্ট্যান্ড সড়ক বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) রাত থেকে জলমগ্ন হয়ে আছে। অনেক দোকানপাটে পানি ঢুকেছে। শুক্রবার (৬ অক্টোবর) ছুটির দিন থাকায়, জলমগ্ন বাজারে দুর্ভোগে পড়েন ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা। তারা বলছেন, দ্রুত পানি নিষ্কাশনের মতো ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই, যা আছে তাও অকেজো হয়ে পড়েছে অতিবর্ষণের জলের চাপে তাই এই দুর্ভোগ। শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা থেকে রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত, ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে, আট কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। আগের রাত থেকেই টঙ্গী থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার সড়কে ধীরে ধীরে চলছিলো যানবাহন। রাজেন্দ্রপুর এলাকায় সড়কে বালু বোঝাই ট্রাক বিকল হওয়ায় যানজট তীব্রতর হয়। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের উপ পুলিশ কমিশনার মো. আলমগীর হোসেন জানান, ভোগড়া চৌরাস্তাসহ মহাসড়কের কয়েকটি স্থানে পানি জমে যাওয়ায় যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এছাড়া, বৃষ্টির জলে, কিছু যানবাহনও বিকল হয়ে পড়ছে। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কাজ করছে ট্রাফিক বিভাগ।

দূর্গাপূজা ও সংসদ নির্বাচন কেন্দ্র করে সহিংসতার বিষয়ে সজাগ থাকুন ঃ দীপু মনি

ঢাকা ঃ আসন্ন দূর্গাপূজা ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে, কেউ যেন কোনো ধরনের সংকট ও সহিংসতা সৃষ্টি করতে না পারে, সে দিকে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি বিএনপিজামায়াত সহিংসতা সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

শুক্রবার (৬ অক্টোবর) দুপুরে চাঁদপুর শহেরর বাবুরহাট এলাকায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী চাঁদপুর জেলা সমাবেশ শেষে তিনি চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এসময় এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী তার আশঙ্কার কথা জানান। দীপু মনি বলেন, বিএনপিজামায়াত যেমন অত্যাচার, নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করে, তেমনই তারা দেশের ভাবমূর্তিও নষ্ট করে। এই অপশক্তিকে রুখতে আমাদের সবার এক সঙ্গে দাঁড়াতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীরা হচ্ছে দেশের সবচেয়ে সচেতন ও সজাগ অংশ। তারা যেন সব সময় চোখ কান খোলা রাখে। কারণ, এই বাংলাদেশ তাদের তারা এই দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। তারা, অসম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য, সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে রুখে দিতে পারে। দীপু মনি বলেন, বিএনপিজামায়াত বা কোনো অপশক্তি যেন কোনোভাবেই দেশকে অস্থীতিশীল করতে না পারে, সেজন্য আমাদের সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। আমি মনে করি, আমাদের তরুণরা সবচাইতে সজাগ ও সচেতন শ্রেণি। তারা যেন এই বিষয়ে অনেক বেশি সজাগ থাকে এবং যেকোনো মূল্যে যেন আমরা এই অপশক্তিকে সবাই মিলে প্রতিহত করতে পারি।

আবার ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০ জন

ঢাকা ঃ হোটেলে খাবার খেতে গিয়ে কথা কাটাকাটির জের ধরে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দুই উপদলের সদস্যরা। এসময় উভয় পক্ষ ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এবং ধাওয়াপাল্টা ধাওয়ায় লিপ্ত হয়। এতে উভয় গ্রুপের ৮১০ জন আহত হয়েছে। এর আগে, গত ২১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, ছাত্রলীগেরে উপদলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিলো। শুক্রবার (৬ অক্টোবর) ৩টা থেকে পৌনে ৪টা পর্যন্ত ক্যাম্পাস ছাত্রলীগের উপদল বিজয় এবং সিক্সটি নাইন গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় লোকজন জানায়, খাবারের দোকানে বিজয় গ্রুপের অনুসারী মাহির চৌধুরীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় সিক্সটি নাইনের অনুসারী আজমিরের। একপর্যায়ে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এ ঘটনার পর, দুই পক্ষের অনুসারীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে, তারা বিকেল ৩টার দিকে সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়াপাল্টা ধাওয়া ও ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। সিক্সটি নাইন গ্রপের অনুসারী আকিব জাবেদ জানান হোটেলে খেতে গেলে তাদের একজনের সঙ্গে অন্য গ্রুপের একজন বেয়াদবি করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিজয় গ্রপের অনুসারী সিয়াম জানান, তাদের এক কর্মীর সঙ্গে আজমির নামের একজন অশোভন আচরণ করে। এ নিয়ে, কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে ঘটনা সংঘর্ষে রূপ নেয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েল প্রক্টর ড. মোহাম্মদ নুরুল আজিম সিকদার বলেন, খাবার হোটেল থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাত। প্রক্টরিয়াল বডি ও পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে গিয়ে সংঘর্ষ থামিয়েছে।

সম্পাদকীয়

ভারতের দুর্ঘটনায় টাকা দেয় বিমা সংস্থা

সড়ক দুর্ঘটনা হলে টাকা দেয় বিমা সংস্থা। আর গাড়ি চালাতে গেলে তার বিমা করতেই হবে। না হলে হাজতবাস। ভারতে অন্তত ৪৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতি ঘণ্টায় ১৮ জন মারা যান, দিনে ৪২২জন। সড়ক দুর্ঘটনার সমস্যাটা এতটাই গভীর যে, যখনই কোনো নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দায়িত্ব নেন, তিনি চেষ্টা করেন, কিছু পদক্ষেপ নিতে। বর্তমান সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতীন গড়করি তো বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। তারপরেও সমস্যা প্রবলভাবেই থেকে গেছে। তার অনেক কারণও আছে। বোঝার সুবিধার জন্য বলি, হামেশাই ভারতের ওয়ান ওয়ে রাস্তায় উল্টোদিক থেকে তীব্র গতিতে গাড়ি আসে। বেআইনিভাবে চলা উল্টোদিক থেকে আসা এই গাড়ির জন্য ঠিক পথে চলা গাড়ি বা বাসের চালক তোপ্রস্তুত থাকেন না। ফলে অনেক সময়ই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। কিছুদিন আগে একটি স্কুল বাস এরকমই বেআইনিভাবে উল্টো দিক থেকে আসতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে। তাতে বেশ কয়েকজন স্কুলের পড়ুয়া মারা যায়। ভারতে পথ দুর্ঘটনায় কেউ আহত বা মারা গেলে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। সেক্ষেত্রে আহত ব্যক্তি বা মৃতের আত্মীয়রা টাকা পান বিমা সংস্থার কাছ থেকে। প্রতি বছর গাড়ির বিমা করাতে হয়। সেই বিমায় যেমন গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লে বা সামান্য আঘাত লাগলে., চুরিডাকাতি হলে মালিক টাকা পান, তেমনই দুর্ঘটনায় অন্য কেউ আহত বা নিহত হলে বিমা সংস্থা তাদের টাকা দেয়। বিমা ছাড়া গাড়ি রাস্তায় নামানো যায় না।

ভারতে এর জন্য মোটর ভেহিকেলস আইন আছে। ট্রাইবুন্যাল আছে। ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে কোনো বিরোধ হলে সেই ট্রাইব্যুনালে যাওয়া যায়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে ন্যূনতম ৫০ হাজার ও আহত হলে ২৫ হাজার টাকা পাওয়া যায়। তারপর দুর্ঘটনার চরিত্র ও দায় অনুসারে ক্ষতিপূরণের সংখ্যাটা কম বা বেশি হয়। আর যখন বড় বাস দুর্ঘটনা হয়, তখন তো রাজ্য সরকার ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে। সেই পরিমাণটা নির্ভর করে রাজ্য সরকারের উপর। ২৫ হাজার থেকে ১০ লাখ বা তার বেশি টাকারও ক্ষতিপূরণ দেয়ার নজির আছে। আর ট্রেন দুর্ঘটনা হলে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই ক্ষতিপূরণ দেয়। কেন্দ্র দেয়, কারণ, রেল হলো কেন্দ্রের অধীনে। আর দুর্ঘটনায় যে রাজ্যের মানুষ মারা যান বা আহত হন, সেই রাজ্য সরকারও ক্ষতিপূরণ দেয়। ফলে সেখানে ক্ষতিপূরণের পরিমাণটা বেশি থাকে। ভারতের মধ্যে তামিলনাড়ুতে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তারপরেই আছে উত্তরপ্রদেশ। তিন নম্বরে অন্ধ্রপ্রদেশ, চার নম্বরে কেরালা ও পাঁচ নম্বরে মহারাষ্ট্র। আর শহরের ক্ষেত্রে দিল্লিতে সবচেয়ে বেশি গাড়ি দুর্ঘটনা হয়। তার কারণও আছে। দক্ষিণের রাজ্যগুলি এবং উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে সড়কের পরিমাণ অনেক বেশি। আর দিল্লিতে গাড়ির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বই মিলিয়ে যা গাড়ি আছে, তার থেকে বেশি গাড়ি আছে দিল্লিতে। আর বিশেষ করে রাতের বেলায় দিল্লির চালকেরা যে গতিসীমা মেনে গাড়ি চালাবেন, তার কোনো গ্যারান্টি কেউ দেবে না। যত রাত বাড়ে, তত গাড়ির গতি বাড়ে, এ হলো দিল্লির অলিখিত নিয়ম। তবে ভারতে সাধারণভাবে এত সড়ক দুর্ঘটনা হওয়ার কারণ অনেক। একে তো ভারতের আবহাওয়া খুবই চরম। প্রতিবছর শীতে রাস্তা ঢাকা পড়ে যায় ঘন কুয়াশায়। তার সঙ্গে ধোঁয়া আর ধুলো মিশে যায়। ফলে সামান্য দূরের জিনিসও দেখা যায় না। প্রতিবারই শীতে ঘন কুয়াশার কারণে একের পর এক গাড়ির ধাক্কা লাগে। কখনো কখনো ১২টা, ১৪টা গাড়ি একে অন্যকে ধাক্কা মারে। তাছাড়া ভারতে ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতনতা খুবই কম। কোন সাইনের কী অর্থ তা অনেকে জানেন না। তাই তারা সেসব মানেন না। তার উপর মুম্বই বাদে অন্য শহরে লেন ড্রাইভিং হয় এমন অপবাদ কেউই দিতে পারবে না। ফলে কখন যে কোথা থেকে গাড়ি, মোটরসাইকেল, স্কুটার, অটো, বাস একেবারে ঘাড়ের উপর এসে যায় তা বলা যায় না। তাই দুর্ঘটনা হয়, হতে থাকে। তার উপর প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালানোর প্রবণতা তরুণদের মধ্যে প্রবল। কখনো দুইটি বাস প্রতিযোগিতা করে দুর্ঘটনায় পড়ে। আর ক্ষতিপূরণ যাই হোক না কেন, তা কি একটা প্রাণের দামের থেকে বেশি হতে পারে! ফলে ওই ৫০ হাজার, এক লাখ, পাঁচ লাখ ক্ষতিপূরণ যাই হোক না কেন, তা দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না।

সিরিয়ার মিলিটারি একাডেমিতে ড্রোনহামলা, মৃত ১১৬

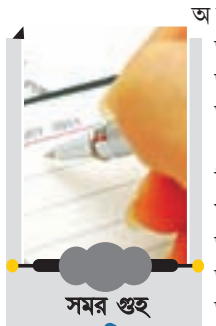

সমর গুহ
প্রাবন্ধিক

সিরিয়ার সেনা জানিয়েছে, জঙ্গিরা এই আক্রমণ করেছে। বৃহস্পতিবার হোমস প্রদেশে এই ঘটনা ঘটেছে।

সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রচুর বেসামরিক মানুষও মারা গেছেন। এই একাডেমিতে একটি ব্যাচের শিক্ষাশেষের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেখানে তাই শিক্ষাপ্রাপ্তদের পরিবারের মানুষরাও ছিলেন। যুক্তরাজ্যভিত্তিক হিউম্যান রাইটস অবসারভেটারি জানিয়েছে, ১১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে ৩০ জন বেসামরিক মানুষ। সিরিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ৮৯ জন মারা গেছেন। আহত হয়েছেন ২৩৯ জন। তবে তারা এটাও জানিয়েছে, তারা যে মৃতের সংখ্যা দিয়েছে তা চূড়ান্ত নয়। বিস্ফোরকভর্তি ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়।

জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তেনিও গুতেরেস জানিয়েছেন, তিনি এই ঘটনায় খুবই বিচলিত বোধ করছেন।

সরকারি সংবাদসংস্থা সানা জানিয়েছে, মিলিটারি একাডেমির তরফে জানানো হয়েছে, অফিসারদের শিক্ষাশেষের অনুষ্ঠানে এই হামলা হয়।

এখনো পর্যন্ত কেউ এই আক্রমণের দায় স্বীকার করেনি। তবে হিউম্যান রাইটস অবসারভেটারি জানিয়েছে, আইএসের সঙ্গে যুক্ত তাহরির আল শাম এই আক্রমণের পিছনে থাকতে পারে।

সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, ''অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পর সবাই একাডেমির চত্বরে এসে জড়ো হয়েছিলেন। তখনই ড্রোনহামলা হয়। কোথা থেকে এই ড্রোন এসেছিল তা বলতে পারব না। হামলার পরেই প্রচুর মানুষের দেহ ওই চত্বরে পড়েছিল।''

সেনার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ''এই কাপুরুষোচিত আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দেয়া হবে।''

উত্তরপশ্চিম সিরিয়ায় তুরস্কের একটি ড্রোন ধ্বংস করেছে মার্কিন সেনা। এই ড্রোনটি সেনার খুব কাছে এসে গিয়েছিল বলে পেন্টাগন জানিয়েছে। ড্রোনটি রেস্ট্রিকটেড এলাকায় ঢুকে পড়েছিল।

অ্যামেরিকার এফ ১৬ যুদ্ধবিমান এই ড্রোনটিকে ধ্বংস করে। এই ড্রোন থেকে মার্কিন সেনার উপর হামলা চালানো হয়নি। কিন্তু এটা মার্কিন সেনার কাছে এসে যাওয়ায় তা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে আত্মরক্ষার স্বার্থে মার্কিন সেনা এই কাজ করেছে বলে অ্যামেরিকা জানিয়েছে।

সিরিয়ায় নয়শ জন মার্কিন সেনা সদস্য আছে। আইএসের মোকাবিলা করার জন্য তারা সেখানে আছে বলে অ্যামেরিকার দাবি।

তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ওই ড্রোনটি তুরস্কের সেনার ছিল না। তবে কাদের ড্রোন ছিল, তারা তা জানায়নি।

নিউজক্লিকঃ অভিযোগ, ব্যাখ্যা ও প্রতিবাদ

গত মঙ্গলবার নিউজ পোর্টাল নিউজক্লিকের সঙ্গে জড়িত বর্তমান ও সাবেক মিলিয়ে মোট ৪৬ জন সাংবাদিককে জেরা করে দিল্লি পুলিশ।

তাদের ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নিউজক্লিকের ডিরেক্টর প্রবীর পুরোকায়স্থ ও এইচআর প্রধান অমিত চক্রবর্তীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

এরপরই সাংবাদিকদের ১৮টি সংস্থা ভারতের প্রধান বিচারপতির কাছে চিঠি লিখে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এর মধ্যে দিল্লির জাতীয় প্রেস ক্লাব, মেয়েদের প্রেস ক্লাব, কলকাতা, চণ্ডীগড়, গুয়াহাটি প্রেস ক্লাব, প্রেস অ্যাসোসিয়েশন, ডিইউজেসহ ১৮টি সংগঠন আছে। তাছাড়া এডিটার্স গিল্ড বিবৃতি দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। কলকাতা প্রেস ক্লাবের সদস্যরা মিছিল করেও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। দিল্লিতেও প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ জানিয়েছেন সাংবাদিকরা।

গত অগাস্টে নিউ ইয়র্ক টাইমসে একটি তদন্তমূলক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়, নিউজ পোর্টালটি চীনের প্রচার চালাবার জন্য অর্থ পেয়েছে। মার্কিন ব্যবসায়ী নেভিল রয় সিংহমের সংস্থার কাছ থেকে এই অর্থ গেছে। চীন সরকারের যুক্তি ও বক্তব্য তুলে ধরার জন্য এই অর্থ দেয়া হয়।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই মার্কিন ব্যবসায়ী চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের প্রচারে অর্থসাহায্য করেন।

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরের দিন ১৭ অগাস্ট দিল্লি পুলিশ নিউজক্লিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করে।

পুলিশের অভিযোগ, ২০১৮ সালে নিউজক্লিক নয় কোটি ৬০ লাখ টাকার এফডিআই বা বিদেশি বিনিয়োগ অর্থ পেয়েছে। মার্কিন সংস্থা ওয়ার্ল্ডওয়াইড মিডিয়া হোল্ডিং ১১ হাজার ৫৬০ টাকা দিয়ে নিউজক্লিকের শেয়ার কিনেছে। এরপর ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে নিউজক্লিক ২২ কোটি টাকা বিদেশ থেকে পেয়েছে। পুলিশ সূত্র এনডিটিভিকে জানিয়েছে, সব টাকার সূত্র ছিল নেভিল রয় সিংহম।

সিংহম ও প্রবীর পুরকায়স্থ জানিয়েছিলেন, এই অভিযোগ পুরনো, তারা আদালতে জবাব দেবেন।

নিউজক্লিকের প্রতিক্রিয়া

নিউজক্লিক বুধবার একটি বিবৃতি দেয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তাদের এফআইআরের কপি দেয়া হয়নি। তাছাড়া কর্মীদের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক ডিভাইস কোনোরকম সিজার লিস্ট না দিয়েই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নিউজক্লিক অফিস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা রিপোর্টিং করতে পারছেন না।

দাবি করা হয়েছে, তারা চীনপন্থি প্রচার চালাননি।

সাংবাদিক সংস্থাগুলির দাবি

ভারতের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়ে ১৮টি সাংবাদিক সংগঠন জানিয়েছে, তিনি যেন সংবিধানে দেয়া মতপ্রকাশের অধিকারকে রক্ষা করতে ব্যবস্থা নেন। কারণ, সংবিধান ও মানুষের অধিকারকে রক্ষা করার দায়িত্ব ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের হাতে রয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ''ভারতে বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক প্রতিশোধের হুমকির মধ্যে থেকে কাজ করেন। এটাই বাস্তব। গত ৩ অক্টোবর দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল নিউজক্লিকের সঙ্গে যুক্ত ৪৬ জন সাংবাদিক, সম্পাদক, লেখক ও পেশাদারদের বাড়িতে যায় এবং মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার বাজেয়াপ্ত করে। কিন্তু ডেটা সংরক্ষণের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। অথচ এটা হলো ন্যূনতম প্রোটোকল।''

১৮টি সংগঠনের আবেদন, ''সুপ্রিম কোর্ট যেন একটা নীতি তৈরি করে দেয়., যাতে এইভাবে সাংবাদিকদের ফোন, ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত না করা হয়। সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রেও একটা নীতি তৈরি করুক সর্বোচ্চ আদালত। সরকারি এজেন্সি ও কর্মীদের দায়বদ্ধতা যেন চিহ্নিত করা হয়।''

সাংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানাচ্ছে, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার যে ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স তৈরি করেছে, তাতে ভারতের স্থান ১৬১তম। ভারতের এত খারাপ অবস্থান এর আগে কখনো হয়নি।

মোদী সরকার অবশ্য এই তালিকা খারিজ করে দিয়ে বলেছে, তারা যে পদ্ধতিতে তালিকা বানিয়েছে, তা মেনে নেয়া যায় না। ভারতে স্বাধীন সংবাদমাধ্যম আছে।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স জানিয়েছে, সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশকে খুন করা হয়েছিল। ২০১৪ থেকে ২০১৮র মধ্যে ৪০ জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন। ১৯৮ বার সাংবাদিকরা আক্রান্ত হয়েছেন।

আল জাজিরা জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরে কাশ্মীর নিয়ে একটি খবরের জন্য বিবিসির বিরুদ্ধে পুলিশ প্রাথমিক আইনি ব্যবস্থা নেয়। অগাস্টে কাশ্মীরওয়ালা বলে একটি ওয়াবসাইট ব্লক করা হয়।

তবে শুধু দিল্লি নয়, পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যেই সরকারের সমালোচনা করা সাংবাদিকদের নিগ্রহের অভিযোগ আছে। পশ্চিমবঙ্গে তো ভোররাতে একজন সাংবাদিকের বাড়িতে ঢুকে তাকে ও তার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।

কমিটি এগেনস্ট জার্নালিস্টের রিপোর্ট তুলে ধরে দ্য ওয়্যার জানাচ্ছে, উত্তরপ্রদেশে ২০১৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ৪৮ জন সাংবাদিককে নিগ্রহ করা হয়েছে, ৬৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, ১২ জন মারা গেছেন।

সাময়িকী

সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া কিংবা আসল দুঃখ ভুলে নকল দুঃখের কান্না

এন এন তরুণ
কলামিস্ট

শহরে প্রতি ৪০ মিনিটে ১টি বিবাহবিচ্ছেদ`এটা একটা ভয়ংকর দুঃসংবাদ। কারণ, বিবাহবিচ্ছেদ নানাবিধ কুফলের জন্ম দেয়। প্রথমত, নিজেদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে নারীপুরুষ উভয়ই কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা হারান। এর একটি বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ছেলেমেয়েদের ওপর। তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি লেখাপড়াকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এসবই মানবসম্পদের বিরাট অপচয়।

বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, বিপরীত লিঙ্গের একজন মানুষের সঙ্গ লাভের জন্য বিবাহের চেয়ে ভালো কোনো পন্থা নেই। আবার জ্যঁ পল সার্ত্রে, সিমোন দ্য বোভোয়ারের মতো আধুনিক কালের অনেকেই বিবাহ নামের প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাসই করেন না। তবে জীবনচক্রের স্বার্থে, আমার ধারণা, অধিকাংশ মানুষই বার্ট্রান্ড রাসেলের মতকেই গ্রহণ করবেন, অর্থাৎ নারীপুরুষের সম্পর্কের পরিণতি হবে বিবাহে। বিবাহবিচ্ছেদের আগে ঘটে সম্পর্কের ভাঙন। সে জন্যই সম্পর্ক ভাঙার কারণগুলো আমাদের বোঝা দরকার।

সম্পর্ক ভাঙার একটা প্রধান কারণ প্রকাশ পেয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় ঃ 'তোমাকে তোমার ক'রে কখনো ভাবিনি।' আমরা আমাদের সঙ্গীকে নিজের প্রেক্ষাপটে ফেলে বিচার করি, তাঁর প্রেক্ষাপটে তাঁকে দেখার অভ্যাস আমাদের নেই। বিপত্তিটা তখনই ঘটে। আমার সঙ্গীর জন্ম, বেড়ে ওঠা, প্রাতিষ্ঠানিক ও পারিবারিক শিক্ষা, তাঁর মূল্যবোধ আমার চেয়ে আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক। সে জন্য তাঁর প্রেক্ষাপটে তাঁর আচরণ, কর্ম ও বাক্য বিচার করতে হবে। তা না হলে সম্পর্ক টিকবে না আর টিকলেও তা হবে বিষাদময়।

দুঃখবিলাস একটি ভয়াবহ রোগ। 'আমার প্রেমিক বা স্বামী আমাকে সময় দেয় না`এটা একটা সাধারণ অভিযোগ। আমি এক দম্পতিকে চিনি, যেখানে ভদ্রলোক শহরে একটা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। স্কুলে সারা দিন ব্যস্ত সময় কাটিয়ে শেরাটন হোটেলের লবিতে যেতেন একটি রাজনৈতিক আড্ডায় যোগ দিতে, যেখানে তিনি চা ছাড়া অন্য কিছু খেতেন না। আমি সাক্ষী। রাত ১০টায় বাড়ি ফিরে পরিবারের সঙ্গে ডিনার করতেন। স্ত্রীকে তিনি সবকিছু দিয়েছেনফ্ল্যাট, অজস্র গয়না, গাড়ি ও সামাজিক মর্যাদা। স্বল্পশিক্ষিত স্ত্রীকে তিনি করেছেন নিজের প্রতিষ্ঠা করা স্কুলের প্রিন্সিপাল। কাজের সময়টুকু ছাড়া অন্য সব সময় পরিবারকেই দিতেন। অথচ স্ত্রীকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, 'আমি আমার বাচ্চাদের সিঙ্গেল মাদার। আমাদের জন্য তাঁর সময় নেই। সে আমাকে ইগনোর করে' ইত্যাদি।

কোনো কারণ ছাড়া নিজেকে মনে মনে অবহেলিত ভেবে ভেবে ভদ্রমহিলা একসময় অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে যান। আমি ভদ্রলোককে কাছ থেকে দেখেছি এবং আবিষ্কার করেছি, একজন দেশপ্রেমিক ভালো মানুষ। তাঁর নৈতিকতার কোনো সমস্যা নেই, টাকাপয়সারও সমস্যা নেই। ওই নারীর দুঃখবিলাসই এই বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দায়ী।

দুঃখবিলাস আদতে নকল দুঃখ। হুমায়ূন আহমদের 'নক্ষত্রের রাত'এ একটি শিক্ষণীয় গল্প আছে। নায়িকা মনীষার বাড়িতে আশ্রিত গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হাসান মনীষাকে জীবনবোধের শিক্ষা দেয়। বলে, 'প্রেমে প্রতারণার শিকার হওয়ার বা বিয়ে ভেঙে যাওয়ার যে দুঃখ, তা হলো নকল দুঃখ, আর ভাইয়ের মৃত্যু হলো আসল দুঃখ। তুমি নকল দুঃখ নিয়ে আছ। আমি তোমাকে আসল দুঃখের সন্ধান দিয়ে কাঁদাতে চেয়েছিলাম, হালকা করতে চেয়েছিলাম। যাও এবার নতুনভাবে জীবন শুরু করো।' আমাদের জীবনের ট্র্যাজেডি হলো, আমরা সারা জীবন আসল দুঃখ ভুলে নকল দুঃখে কাঁদি। আসল দুঃখের কয়েকটা উদাহরণ দিই। স্ত্রী বা সন্তান যখন চোখের সামনে স্বামীকে বা বাবাকে টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেখেন। ক্ষুধার্ত সন্তানদের প্রবোধ দিতে মা যখন পাতিলে জল ফুটান। যুবতী গৃহকর্মী বা পোশাককর্মী ছোট ভাইয়ের স্কুলের মাইনে দিতে অথবা অসুস্থ বাবার ওষুধের জোগান দিতে যখন মনিবের যৌন নির্যাতন মেনে নেন আর আড়ালে চোখের জল ফেলেন। বেকারত্বের জ্বালা সইতে না পেরে বেকার যুবক যখন আত্মহত্যা করেন।

জানা অজানা

রোববার জার্মানির দুই রাজ্যে নির্বাচন, আলোচনায় এএফডি

রোববার জার্মানির বাভারিয়া ও হেসে রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অভিবাসনবিরোধী এএফডি পার্টি ঐ দুই রাজ্যে দ্বিতীয় বড় দল হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

৪ অক্টোবরের সবশেষ জরিপ বলছে, বাভারিয়া রাজ্যেসবুজ দল ১৫ শতাংশ, এএফডি ১৪ শতাংশ এবং এসপিডি সাড়ে সাত শতাংশ ভোট পারে। আর ৫ অক্টোবর হেসে রাজ্য নিয়ে করা জরিপে দেখা গেছে, সবুজ দল ১৬.৯ শতাংশ, এসপিডি ১৬.২ শতাংশ ও এএফডি ১৫.৬ শতাংশ ভোট পাবে।

বাভারিয়ায় জার্মানির প্রধান বিরোধী দল সিডিইউর সহযোগী দল সিএসইউ ৩৭ শতাংশ ভোট পাবে বলে সবশেষ জরিপ বলছে। আর হেসেতে সিডিইউ পাবে ৩১.৬ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ দুই রাজ্যেই সিডিইউ আবারও সরকার গঠন করবে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দুই রাজ্যে নির্বাচন শেষে এএফডি কত ভোট পাচ্ছে, সেদিকে সবার নজর থাকবে। কারণ, বাভারিয়া ও হেসে রাজ্য দুটি জার্মানির সবচেয়ে ধনাঢ্য রাজ্যের মধ্যে পড়ে। মিউনিখ ও ফ্রাঙ্কফুর্ট এই দুই রাজ্যে অবস্থিত। সাধারণত, জার্মানির পূর্বাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র রাজ্যগুলোতে এএফডির সমর্থন বেশি দেখা যায়। অভিবাসনবিরোধী এএফডি দলটি জাতীয় পর্যায়েএখন দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হয়ে উঠেছে। তাদের চেয়ে পেছনে আছে জার্মানির জোট সরকারে থাকা তিন দল এসপিডি, সবুজ দল ও এফডিপি। গত জুন ও জুলাই মাসে দুটি স্থানীয় নির্বাচনে এএফডির জয় বিশ্ব গণমাধ্যমের দৃষ্টি কেড়েছিল। বাভারিয়া ও হেসে রাজ্যে নির্বাচনের আগে আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে অভিবাসন ও অর্থনীতি। কারণ জার্মানিতে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আশ্রয় আবেদনের সংখ্যা প্রায় ২০১৫ সালের পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে। তাই অনলাইনে জরিপ পরিচালনাকারী সংস্থা সিভেই এর এক জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৮৬ শতাংশ জার্মান অভিবাসন পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত বলে জানিয়েছেন। বছরখানেক আগে সংখ্যাটি ছিল ৬৭ শতাংশ। এছাড়া ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর জ্বালানি সংকট মোকাবেলাসহ অন্যান্য কারণে জার্মানির অর্থনীতি এখন মন্দায় আছে। তাই এই বিষয়টিও রাজ্য নির্বাচনের আগে আলোচিত হচ্ছে।

পাঠকের চিঠি

কেন ভালো লাগে না?

মন প্রফুল্ল থাকলে ভালো লাগা প্রতিটি কাজই সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ হয়। আমরা যখন সকালে ঘুম থেকে উঠি, তখন আমাদের মন সজীবতায় ভরপুর থাকলেও কিছু সংখ্যক মানুষের বিকেল গড়াতে না গড়াতেই মন যেন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। অনেক মানুষ এই 'ভালো না লাগা' সমস্যায় ভুগছেন। ছোটোবেলার 'আমার পণ' কবিতাটি প্রায় প্রতিটি মানুষই জীবনে মেনে চলার চেষ্টা করে, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।' কিন্তু সারা দিন ভালো হয়ে থাকার জন্য একটা শপথ গ্রহণ করা হলেও 'মন ভালো না থাকার' কারণে শপথটা যেন রক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সপ্তাহে খুব কম মানুষের যায় পুরো সময় মন প্রফুল্ল থাকে। চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের মতে, 'ভালো লাগে না' একধরনের মানসিক ব্যাধি। এতে আক্রান্ত পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যা বেশি। এই ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের জন্য মনোবিদ চিকিৎসকের পরামর্শ অতি জরুরি। 'ভালো লাগে না' বা 'মন ভালো লাগে না' সমস্যাটি ঘরকোণের মধ্যে পড়ে আছে। একটা জরিপ করলে দেখা যাবে যে বেকার তরুণতরুণী, সঙ্গীহীন শিক্ষার্থী, প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটা তরুণতরুণী, অবিবাহিত নারীপুরুষ এমন মানুষই এ সমস্যায় বেশি ভোগেন। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পারিবারিক অশান্তি, আর্থিক সংকট, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, শরীরের হরমোনগত সমস্যা, প্রযুক্তির অত্যধিক ব্যবহার ইত্যাদি। বর্তমানে অফলাইনের চেয়ে অনলাইনে আসক্ত দিন দিন বেড়েই চলছে। হোক ভালো কাজ কিংবা মন্দ কাজ। সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের জন্য মানুষ অনলাইনের কাজ ও সম্পর্ককে গুরুত্ব দিচ্ছেন। ফলে যন্ত্রনির্ভর মানুষেরা আবেগহীন হয়ে পড়ছে। একটা বড় ধরনের বাস্তব আবেগীয় যোগাযোগের শূন্যস্থান হয়ে যাচ্ছে। না কারোর অনুভূতিগুলো উপলব্ধি করা যাচ্ছে, না কাউকে সহানুভূতি দেখানো যাচ্ছে। সরাসরি কথাবার্তার যোগাযোগ অর্থাৎ অফলাইনে একে অপরকে বুঝতে সক্ষম। অনেক সময় দেখা যায়, যখন কোনো ব্যক্তির মন ভীষণ খারাপ থাকে, তখন তাঁর কলিগ বা সহপাঠীর সঙ্গে মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলতে চান, কিন্তু বিপরীত ব্যক্তি একদুটি কান্নার ইমোজি দিয়ে সান্ত্বনা দেন বা কখনো ব্যস্ততার কারণে ম্যাসেজ দেখতেও পান না।

কুমুদ রায়, মুরি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ফুটবল প্রতিযোগিতা এচ এল এম ট্রফির জমকালো উদ্বোধন হল

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ শুক্রবার চান্ডিল ব্লকের ধাতকিডিহে জনসেবা হি লক্ষ্য আযোজিত দুদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা এচ এল এম ট্রফির জমকালো উদ্বোধন হল। এখানে ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয় আতশবাজি দিয়ে। হেমন্ত কুমার গুপ্ত, হেড, টাটা স্টিল স্পোর্টস অ্যান্ড টাটা স্টিল অ্যাডভেঞ্চার, হরেলাল মাহাতোর জন্মদিন উপলক্ষে আযোজিত ফুটবল প্রতিযোগিতায় উদ্বোধক হিসেবে এইচএল ট্রফির উদ্বোধন করেন। একইসঙ্গে শনিবার এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি সুদেশ কুমার মাহাতো। সেই সঙ্গে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাঁচির সাংসদ সঞ্জয় শেঠ, প্রাক্তন মন্ত্রী রামচন্দ্র সহিস, গোমিয়ার বিধায়ক ডাঃ লম্বোদর মাহাতো প্রমুখ।

এইচএলএম ট্রফির উদ্বোধনের আগে আজসু নেতা সহ সমাজসেবক হরেলাল মাহাতোর জন্মদিন জমকালোভাবে পালিত হয়েছে। ফুটবল মাঠেই কেক কেটে জন্মদিন পালন করলেন হরেলাল মাহাতো। এ উপলক্ষে হরেলাল মাহাতোকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ, সমাজকর্মী, খেলোয়াড় প্রমুখ।

আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো তার জন্মদিনে জনসাধারণের জন্য হাইটেক সুবিধা সহ একটি অ্যাম্বুলেন্স উৎসর্গ করলেন

এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য সুবিধা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে ঃ হরেলাল মাহাতো

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃগত বছরের মতো আজসু নেতা ও সমাজসেবক হরেলাল মাহাতো এ বছরও নিজের জন্মদিন উপলক্ষে এলাকার মানুষকে একটি অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছেন। হরেলাল মাহাতো তার জন্মদিন উপলক্ষে ব্যক্তিগত খরচে নেওয়া অ্যাম্বুলেন্সটি আনুষ্ঠানিকভাবে জনসাধারণের জন্য উৎসর্গ করলেন। ধাতকিডিহ ফুটবল মাঠে উপস্থিত জনপ্রতিনিধি ও সমাজকর্মীদের হাতে অ্যাম্বুলেন্সের চাবি তুলে দেন হরেলাল মাহাতো। এই অ্যাম্বুলেন্সটি অত্যন্ত উচ্চ প্রযুক্তিতে সজ্জিত। অ্যাম্বুলেন্সে সম্পূর্ণ এয়ার কন্ডিশনার, অক্সিজেন, ফার্স্ট এইড বক্স, স্লাইডিং বেড, অ্যাটেনডেঃট সিট ইত্যাদি সুবিধা রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে হরেলাল মাহাতো বলেন, ইছাগড় বিধানসভার মানুষ আমাকে সবসময় অনেক আশীর্বাদ ও স্নেহ দিয়েছেন। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমার জন্মদিনে ইচাগড় পরিষদের জনগণের

সেবার জন্য ব্যক্তিগত খরচে একটি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করব। হরেলাল মাহাতো জানান, তাঁর ব্যক্তিগত স্তর থেকে ইতিমধ্যেই এলাকার মানুষের সেবার জন্য দুটি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। উল্লেখিত নতুন অ্যাম্বুলেন্স পাওয়ায়, এখন তিনটি অ্যাম্বুলেন্স দিনরাত জনসাধারণের সেবা করার জন্য উপলব্ধ হবে। তিনি বলেন, জনসাধারণের সহযোগিতায় এলাকায় আরও স্বাস্থ্য সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। এলাকায় সর্বোচ্চ সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেলে অসহায় মানুষ সময়মতো সাহায্য পাবে। সঠিক সময়ে অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেলেই প্রযোজনে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়, যাতে তিনি সময়মতো চিকিৎসা পেতে পারেন।

কংগ্রেস শুধুমাত্র শোষণ করে গেছে বলে অভিযোগ রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতার

উন্নয়নের স্বার্থে চা জনগোষ্ঠীর সাধারণ জনতা বিজেপির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, শতাধিক চা উপজাতি নেতার যোগদান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষ বর্তমান চা বাগান এলাকার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এরই মধ্যে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একটি প্রতিনিধি দল দীর্ঘ সময় ধরে চা বাগানে বাগানে সফর করে নিজেদের প্রচার অভিযান সম্পন্ন করেছে। তবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার একইভাবে চা বাগান এলাকায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়েছে। কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে চা বাগান এলাকায় শোষণ চালিয়ে গেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। এক্ষেত্রে শাসক দলটির স্পষ্ট মত উন্নয়নের স্বার্থে চা জনগোষ্ঠীর সাধারণ জনতা বিজেপির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া চা বাগান এলাকা থেকে স্থানীয় শতাধিক নেতা আনুষ্ঠানিক ভাবে শাসক দলটিতে যোগদান করা পরিলক্ষিত হয়েছে।

ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি আদর্শের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং চা জনগোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের স্বার্থে চা উপজাতির শতাধিক স্থানীয় নেতা গেরুয়া দলটিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদান করেছেন। গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে বৃহস্পতিবার দলীয় সভাপতি ভবেশ কলিতার উপস্থিতিতে আযোজিত এক অনুষ্ঠানে অসম চা মজদুর সংঘের কেন্দ্রীয় সমিতির উপসভাপতি তথা একটি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার সদস্য নবীনচন্দ্র কেওট, অসম চা মজদুর সংঘ ডিব্রুগড় জেলা সভাপতি তারো ধনোওয়ার, উপসভাপতি পুতুল গোসাইট, বিশাল তাঁতি, নাওবৈসার বিশিষ্ট সমাজকর্মী রাও গজেন্দ্র সিংহ, লক্ষিমপুর জেলার আটসার সাংগঠনিক সম্পাদক ধীরেন্দ্র সিংহের পাশাপাশি কংগ্রেস দলের বেশ কয়েকজন সক্রিয় কর্মী এদিন বিজেপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছেন।

যোগদান অনুষ্ঠানে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন ভারতীয় জনতা পার্টি নিরন্তরভাবে দেশ তথা সমাজসেবায় ব্রত হয়ে থাকা একটি রাজনৈতিক দল। দলের প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই বিজেপির নিষ্ঠাবান কার্যকর্তারা দেশ নির্মাণের স্বার্থে সততার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। দেশ নির্মাণের মহান কাজে ব্রত হওয়ার জন্য এদিন বিজেপিতে যোগদান করা প্রতিজন সম্মানীয় ব্যক্তিকে উষ্ণ স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। ভবেশ কলিতা বলেন ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকালে চা জনগোষ্ঠীর সাধারণ জনতা বিশেষ গতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। চা বাগানের লাইনের সড়ক পাকা করা হয়েছে। বাড়িতে বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। হিতাদিকারীদের ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি ভাবে বিভিন্ন সাহায্যের অর্থ জমা করে দেওয়া হচ্ছে। বাড়িতে বাড়িতে রন্ধন গ্যাস সরবরাহ এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। চা শ্রমিকরা ইতিমধ্যে পাকা ঘর পেয়েছেন। চা শ্রমিকদের প্রতিটি বাড়ি রেশন কার্ড পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে পাঁচ লক্ষ টাকার চিকিৎসার জন্য সাহায্যের নিশ্চয়তা লাভ করেছেন প্রত্যেক চা শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্য।মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকার অসমের লক্ষ লক্ষ চা উপজাতি ব্যক্তিদের দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে থাকা সমস্যা গুলোর দৃঢ়তারে সমাধান করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য চাষ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং এ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সঙ্গে চা উপজাতিদের জন্য ৩ শতাংশ চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। তবে কংগ্রেসকে দুর্নীতিগ্রস্ত ভ্রষ্টাচারির দল বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে চার জনগোষ্ঠী সাধারণ জনতার শোষণ করছিল। কংগ্রেসের শোষণকারী চরিত্র থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য এবং জনগোষ্ঠীটির উন্নয়নের স্বার্থে চালাকার সাধারণ জনতা বর্তমান বিজিবিকে গ্রহণ করে নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা।

দলীয় মুখ্য কার্যালয় অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে আযোজিত এই যোগদান কার্যসূচিতে বিজেপির জাতীয় সম্পাদক তথা সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র রাজু, সাংসদ তথা সাধারণ সম্পাদক পল্লব লোচন দাস, রাজ্য সরকারের মন্ত্রী সঞ্জয় কৃষাণ, মন্ত্রী বিমল বরা, বিধায়ক রুপেশ গোয়ালার পাশাপাশি দলীয় কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে নবাগত সদস্যদের দলে স্বাগত জানিয়ে কামাখ্যা প্রসাদ তাসা বলেন ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনকালে দেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। দেশের প্রতি জন সাধারণ নাগরিক এই উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করেছেন। এর জন্য সারা দেশবাসী ভারতীয় জনতা পার্টিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন জাতীয় সম্পাদক তথা সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা।

রাজ্যে শিক্ষা সেতু অ্যাপের ব্যবহার সংক্রান্তে তথ্য প্রকাশ শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর শিক্ষানুষ্ঠানের অতিরিক্ত শ্রেণী কোঠা, দেওয়াল, শৌচাগার এবং বিদ্যুতিকরণের জন্য ১৭৭০ টি বিদ্যালয়ের জন্য ১৩৭.৪৭ কোটি টাকা বন্টন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ গত তিন অক্টোবর থেকে রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা সেতু অ্যাপ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিজন শিক্ষককে নিজের তথা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষানুষ্ঠানে উপস্থিতি সহ বিভিন্ন তথ্য শিক্ষা সেতু অ্যাপে সন্নিবিষ্ট করার জন্য শিক্ষা বিভাগের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা পর্যন্ত এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে ২৫৪৪৪৯৩ জন শিক্ষার্থী এবং ১৮৬৬৫৮ জন শিক্ষকের উপস্থিতির তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষাবিভাগের তরফে শিক্ষা সেতু অ্যাপ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার পর থেকে শিক্ষক মহলে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে বহু শিক্ষকদের এন্ড্রয়েড মোবাইল সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকার ফলে এক্ষেত্রে তারা বিপদে পড়েছেন। এমনকি শিক্ষা সেতু অ্যাপে ব্যবহার করতে না পারার আতঙ্কে গত ২ অক্টোবর একজন প্রধান শিক্ষক আত্মহত্যা করেছেন। শিক্ষা বিভাগ বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষা সেতু অ্যাপ ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়ার ফলে বহু শিক্ষক ব্যাপক সমস্যা সম্মুখীন হচ্ছেন। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে শিক্ষকদের তরফে শিক্ষাবিভাগকে চিঠি লিখে এই অ্যাপের ব্যবহার বাধ্যতামূলক না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকরা কিছুটা সময় দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকার ফলেও শিক্ষকরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। রাজ্যের একাংশ বিদ্যালয়ে মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকার ফলে শিক্ষকদের বিদ্যালয় থেকে বাইরে গিয়ে সেই অ্যাপ ব্যবহার করতে হচ্ছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও দেখা দিচ্ছে সমস্যা। কারণ বিদ্যালয়ের গণ্ডির ভিতর থেকে শিক্ষা সেতু অ্যাপ ব্যবহার না করলে শিক্ষক তথা ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি গ্রহণ করছে না এই অ্যাপ। ফলে মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকা বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে এই অ্যাপ ব্যবহার করলে সেটা একদিকে যেমন শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি গণ্য করছে না অন্যদিকে বিদ্যালয়ের ভিতর থাকলে সেই মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকার জন্য কাজই করছে না। এক্ষেত্রে শিক্ষকরা ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়েছেন। শিক্ষা বিভাগ এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাচর্চা করে এর সমাধান বের করবে বলে উৎখনটায় অপেক্ষা করছেন শিক্ষকরা। তবে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু রাজ্যে বর্তমান পর্যন্ত শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষা সেতু অ্যাপ ব্যবহার সংক্রান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এক টুইট করে তিনি জানান শিক্ষা সেতু অ্যাপ বর্তমান কার্যক্ষম হয়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টা পর্যন্ত এই অ্যাপটির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রণালী দ্বারা রাজ্যজুড়ে ২৫৪৪৪৯৩ জন শিক্ষার্থী এবং ১৮৬৬৫৮ জন শিক্ষকের উপস্থিতির তথ্য পাওয়া গেছে। অফলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করার তথ্য পরবর্তীকালে আপডেট করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। অন্যদিকে রাজ্যের বিদ্যালয়ে গুলোর পরিকাঠামো উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। তিনি জানান সমগ্র শিক্ষা অসম শিক্ষানুষ্ঠানের অতিরিক্ত শ্রেণী কোঠা, দেওয়াল, শৌচাগার এবং বিদ্যুতিকরণের জন্য ১৭৭০ টি বিদ্যালয়ের জন্য ১৩৭.৪৭ কোটি টাকা বন্টন করেছে। মূলত বাকসা, বরপেটা, বিশ্বনাথ, বঙাইগাও, চরাইদেউ, চিরাং, দরং, ধেমাজি, ধুবড়ি, ডিব্রুগড়, গোয়ালপাড়া, গোলাঘাট, যোরহাট এবং কামরূপ জেলার ১৭৭০ টি বিদ্যালয়ের জন্য পরিকাঠামো নির্মাণ বাবদ১৩৭.৪৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু।

কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এটি-এম কার্ড বলে অভিযোগ কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈর

তুলিরাম রংহাং এর বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে আক্রানত্মক হয়ে উঠেছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী রিনিকি ভূঁইয়া শর্মার বিরুদ্ধে নগাঁও জমি কেলেঙ্কারির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের হিতাধিকারী হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন তিনি। এবার স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই পরোক্ষভাবে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেছেন কংগ্রেস সাংসদ। প্রসঙ্গত নগাঁও জমি কেলেঙ্কারির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের হিতাধিকারী হওয়ার অভিযোগ উঠার পর সাংসদ গৌরব গগৈর বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার মানহানি মামলা রজ্জু করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী রিনিকি ভূঁইয়া শর্মা। এই মামলার শুনানি কালে কংগ্রেস সাংসদ কে আদালতে হাজির হতে বলা হলেও তিনি সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। এর ফলে পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন ধরনের মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সাংসদ গৌরব গগৈর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আদালত। এর ফলে এই বিষয়ে কোনো ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছেন তিনি। তবে এবার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই সরব হয়ে উঠেছেন কংগ্রেস সাংসদ। তিনি অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এটিএম কার্ড হিসাবে ব্যবহার করছেন। অসমে যেভাবে ব্যাংকের বিভিন্ন স্থানে ব্রাঞ্চ থাকে। ঠিক সেইভাবে কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদকে ব্রাঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদ একটি বিশেষ ব্যাংকের ব্রাঞ্চ বলে উল্লেখ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। তিনি বলেন কার্বি আংলং থেকে যেভাবে টাকা নেওয়া হচ্ছে সেটা আগে কখনো দেখা যায়নি। যেদিন থেকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং এর যুগলবন্দী হয়েছে তখন থেকেই সেই স্থানীয় এলাকাটি মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ এটিএম কার্ড হিসাবে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। কংগ্রেসের মন্তব্য অনুযায়ী এর জন্য কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তুলিরাম রংহাংকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া এর সুযোগ গ্রহণ করে কারো পরোয়া না করে কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছেন তুলিরাম রংহাং। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের উপসভাপতি তথা বিধায়ক জাকির হোসেন শিকদার বলেন কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের যাবতীয় কেলেঙ্কারির কীর্তি ইতিমধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার হয়েছে। অথচ এর কোনো তদন্তের ঘোষণা আজও অসম সরকার কেন করেনি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। উল্লেখ্য এর আগে রাইজর দলের সভাপতি তথা শিবসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্রী, কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদ এবং তুলিরাম রংহাং সংক্রান্তে একই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচে গ্যালারি থাকছে প্রায় ফাঁকা, ঠিক হয়নি ওপেনিং জুটি

ধরমশালা ঃ আমেরিকার ভিসা নীতি নিয়ে বাংলাদেশের মিডিয়ায় এতদিন ধরে এত হইচই, কই ভারতের ভিসা নীতি নিয়ে কাউকে তো কিছু বলতে শুনি না! ধরমশালায় হিমাচল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের স্টেডিয়ামের মূল প্রবেশপথের বাইরে গজগজ করতে করতে কথাগুলো যিনি বললেন, তিনি বছর তিরিশের একজন যুবক। মাথায় বাংলাদেশের সবুজ ক্রিকেট ক্যাপ দেখে তিনি কোন দলের সমর্থক, চিনে নিতে ভুল হয় না। তার এই প্রবল উষ্মার কারণ হল, বিশ্বকাপে প্রিয় দলের ম্যাচগুলো দেখবেন বলে তারা প্রায় জনাবিশেক বন্ধু মিলে পাক্কা দু'মাস আগে ভারতের ভিসার আবেদন করেছিলেন। তার কপালে শিকে ছিঁড়লেও বাকি কেউ এখনও ভিসা পাননি, সদলবলে হইচই করতে করতে খেলা দেখার স্বপ্নও মাথায় উঠেছে! পরে ভিসা পেতে অসুবিধা হতে পারে, এই আশঙ্কায় ওই যুবক নিজের নাম প্রকাশ করতে চাইলেন না - কারণটা বুঝে আমিও চাপাচাপি করলাম না। বস্তুত এই ভিসা জটিলতার কারণেই ছবির মতো সুন্দর ধরমশালার ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ খেলতে নামতে হচ্ছে প্রায় কোনও সমর্থক ছাড়াই। শুধু সাধারণ ক্রিকেটঅনুরাগী দর্শকরাই নন, বিশ্বকাপ কভার করার জন্য আইসিসির 'অ্যাক্রিডিটেড' বাংলাদেশি সাংবাদিকদেরও অনেকেরই একই হাল। বৃহস্পতিবার বিকেলেও তাদের অনেকেই ভারতের ভিসা পাননি, যারা শেষ মুহূর্তে পেয়েছেন তারা ম্যাচের দিন সকালে কোনও রকমে এসে ধরমশালার কাংড়া এয়ারপোর্টে নামছেন। বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখবেন বলে যারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীর ভারতীয় মিশনগুলোতে আবেদন করেছিলেন, তাদের অনেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছেন ডিসেম্বরে - মানে টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে যাওয়ারও পরে। এত বড় মাপের একটা বিশ্ব মানের টুর্নামেন্ট আযোজন করার পরও প্রতিবেশী বন্ধু দেশের ক্রিকেট সমর্থকদের ভিসা দিতে ভারতের কেন এত টালবাহানা, এটাই বুঝে ইঠতে পারছেন না সে দেশের ক্রিকেট অনুরাগী ও সাংবাদিকরা। আর ঠিক এ কারণেই ধরমশালাতে এ মুহূর্তে প্রবলভাবে আলোচনায় ভারতের এই ভিসানীতি। শুক্রবার ম্যাচের আগে নির্ধারিত সাংবাদিক বৈঠকে বাংলাদেশ দলের কোচ চান্ডিকা হাতুরাসিংহেও জানালেন, মাঠে বাংলাদেশের সমর্থকদের খুবই মিস করবে টিম। বিবিসির এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, আমাদের দর্শকরা কতটা প্যাশনেট, সবাই জানেন। তারা যে এই অসাধারণ স্টেডিয়ামটায় বসে প্রিয় দলের খেলা দেখতে পারছেন না, তাতে আমাদের খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু কী আর করা যাবে! অনেকটা এ কারণেই কালকের বাংলাদেশ বনাম আফগানিস্তান ম্যাচের যাবতীয় ক্রিকেটীয় আলোচনাও আপাতত কিছুটা আড়ালে চলে গেছে - ধরমশালায় এসে পৌঁছনোটাই যে কত বড় ঝক্কি, সেই কথাবার্তাই ফিরছে সবার মুখে মুখে। তবে পাশাপাশি কালকের ম্যাচের প্রস্তুতিও চলছে পুরো দমে - দুটো টিমই পর পর দুদিন তিনচার ঘন্টা ধরে টানা নেট প্র্যাকটিসও করেছে বিরতিহীনভাবে । বাংলাদেশ টিমে তেমন কোনও ইনজুরির সমস্যা না থাকলেও সামান্য প্রশ্নচিহ্ন ছিল অধিনায়ক সাকিব আল হাসানকে ঘিরে, যেহেতু গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় ওয়ার্ম আপ ম্যাচে তিনি খেলেননি। তবে বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদ থেকে চার্টার্ড ফ্লাইটে সোজা ধরমশালায় নেমেই তিনি দলের প্র্যাকটিসে যোগ দেন। এদিনও তাকে নেটে ব্যাটবল দুটোই করতে দেখা গেছে। ফলে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে সাকিবের খেলা নিয়ে এখন আর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তবে প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করা নিয়ে বাংলাদেশকে এখনও বেশ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে হচ্ছে। বিশেষত ওপেনিং স্লটে লিটন দাসের সঙ্গে কে নামবেন - তানজিদ হাসান তামিম নাকি মেহিদি হাসান মিরাজ - সেটা এখনও স্থির করা হয়নি। অলরাউন্ডার মিরাজকে ব্যাটিং অর্ডারে ওপরে তুলে এনে বাংলাদেশ বহু ম্যাচে সাফল্য পেয়েছে। পাশাপাশি গুয়াহাটির দুটো প্রস্তুতি ম্যাচেই ওপেনার হিসেবে দারুণ পারফর্ম করে তাকে সেখান থেকে সরানোর কাজটা কঠিন করে দিয়েছেন বাংলাদেশ দলের 'জুনিয়র তামিম'। কোচ চন্ডিকা হাতুরাসিংহেও সমস্যাটা মেনে নিয়ে জানালেন, হ্যাঁ, আমাদের হাতে আসলে একাধিক অপশন আছে। এখন সব দিক দেখেশুনে প্রথম এগারো কারা হবে, ম্যাচের দিন সকালেই আমরা সেই সিদ্ধান্তটা নেব। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পাওয়া মাহমুদুল্লাহ্ রিয়াদও শেষ পর্যন্ত প্রথম এগারোতে ঢুকতে পারবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে মিরাজকে ওপেনিংয়ে তুলে আনা হলে অভিজ্ঞ 'ফিনিশার' হিসেবে লোয়ার মিডল অর্ডারে মাহমুদুল্লাহ্কে দেখা যেতেই পারে। বোলিং আক্রমণের দিক থেকে বাংলাদেশ খুব সম্ভবত তিন পেসার, দুই স্পিনারের পরিচিত কম্বিনেশনেই ভরসা রাখবে। প্রথম এগারোতে জায়গা পাওয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকবে দুই স্পিনার - নাসিম আহমেদ আর শেখ মাহেদি হাসানের মধ্যেও।

'আফগানিস্তান প্রস্তুত'

ধরমশালার মাঠে যদি হাতেগোনা কিছু বাংলাদেশি সমর্থক শেষমেষ পৌঁছেও যান, আফগানিস্তানের কিন্তু সেই সে।ভাগ্যও হচ্ছে না। এদিন ধরমশালার প্রেসবক্সেও কোনও আফগান সাংবাদিককে চোখে পড়ল না। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিকভাবে টালমাটাল পরিস্থিতি চলছে সে দেশে, ভারতের দূতাবাসও কার্যত বন্ধই, ফলে কাবুল বা কান্দাহার থেকে কারও ভারতে ম্যাচ দেখতে আসার প্রশ্নই নেই। তবে ভারতেও এখন বিপুল সংখ্যক আফগান নাগরিক রাজনৈতিক আশ্রয়ে বা 'লং টার্ম ভিসা' নিয়ে বসবাস করেন - তাদের কেউ কেউ যদি শেষ মুহূর্তে ধরমশালায় এসে হাজির হন, তাহলে অন্য কথা। আফগানিস্তানের ক্যাপ্টেন হাশমাতুল্লাহ শাহিদি অবশ্য ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না, তাদের ফোকাস এখন পুরোপুরি কালকের ম্যাচে। বস্তুত দীর্ঘকাল ধরেই ভারতই হল 'আফগান ক্রিকেটে'র হোম, দলের তারকারা যখন দুনিয়া জুড়ে টিটোয়েন্টি টুর্নামেন্ট খেলে বেড়ান না তখন তারা প্র্যাকটিস করেন দিল্লির কাছে গ্রেটার নয়ডা স্টেডিয়ামে। তবে ভারত-আফগান কূটনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ আরও জটিল হচ্ছে, খুব সম্প্রতি আফগানিস্তান দিল্লিতে তাদের দূতাবাসও বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছে। এই সব অস্থিরতার কোনও প্রভাব আফগান দলে পড়ছে কি না, জিজ্ঞেস করতেই সন্তর্পণে উত্তর এড়িয়ে যান হাশমাতুল্লাহ শাহিদি। আমাকে বরং কালকের ম্যাচ নিয়েই প্রশ্ন করুন, ওটা নিয়ে উত্তর দিতে পারলেই আমি খুশি হব, প্রাকম্যাচ সাংবাদিক বৈঠকে বিবিসিকে জানালেন আফগান দলের ক্যাপ্টেন। সেই সঙ্গেই তিনি আরও বললেন, বাংলাদেশ তাদের খুব চেনা প্রতিপক্ষ - বহুবার তাদের বিরুদ্ধে খেলতে খেলতে আফগানিস্তান খুব ভালভাবে তাদের বুঝে গেছে।

আমরা যেমন অনেকবার জিতেছি, তেমনি ওরাও অনেকবার আমাদের হারিয়েছে - কিন্তু বিশ্বকাপে সম্পূর্ণ নতুন অঙ্ক হবে আমি নিশ্চিত, বললেন হাশমাতুল্লাহ। বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, তামিম ইকবাল বাংলাদেশ দল থেকে বাদ পড়ায় তিনি কি আশ্বস্ত বোধ করছেন? রীতিমতো বিস্ময়ের সুরে হাশমাতুল্লাহ জবাব দেন, আমরা তো বাংলাদেশ দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামছি, কোনও ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে তো নয়! ধরমশালার উইকেট যে বেশ 'স্পোর্টিং' বলেই মনে হচ্ছে, সেটা অবশ্য দু'দলের পক্ষ থেকেই স্বীকার করা হল। বাংলাদেশ কোচ চান্ডিকা হাতুরাসিংহে তো আগামিকাল একটা 'হাই স্কোরিং ম্যাচে'রও পূর্বাভাস করে রাখলেন। মাঠের লড়াই হয়তো সত্যিই দারুণ জমে উঠবে - কিন্তু দু'দলের সমর্থক ছাড়াই সেই ম্যাচ হবে প্রায় ফাঁকা স্টেডিয়ামে, এই আক্ষেপটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

ডি লিডির অস্বস্তি কাটিয়ে বড় জয়ে শুরু পাকিস্তানের

হায়দরাবাদ ঃ পাকিস্তান ঃ ৪৯ ওভারে ২৮৬ (রিজওয়ান ৬৮, শাকিল ৬৮, নেওয়াজ ৩৯ ডি লিডি ৪ ৬২, অ্যাকারম্যান ২ ৩৯)
নেদারল্যান্ডস ঃ ৪১ ওভারে ২০৫ (ডি লিডি ৬৭, বিক্রমজিত ৫২ রউফ ৩ ৪৩, হাসান ২ ৩৩)
ফল ঃ পাকিস্তান ৮১ রানে জয়ী

১৯৯৬ সালে বিশ্বকাপে যখন প্রথমবারের মতো নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হয় পাকিস্তান, টিম ডি লিডি ১৯ বল খেলে রান করতে পারেননি কোনো। পরে বোলিংয়ে ৪ ওভারে থেকেছিলেন উইকেটশূন্য। পাকিস্তান সে ম্যাচ জিতেছিল ৮ উইকেটে। ২০০৩ সালে যখন আবার মুখোমুখি দুই দল, ৯৭ রানে হারা ম্যাচে ডি লিডি নিয়েছিলেন ২ উইকেট, ব্যাটিংয়ে করেছিলেন ৩৫ বলে ১৫ রান।

২০২৩ সালে ১২ বছর পর বিশ্বকাপে ফেরা নেদারল্যান্ডসকে হায়দরাবাদে ৮১ রানের বড় ব্যবধানেই হারাল পাকিস্তান। তবে ম্যাচের বড় একটা সময় তাদের অস্বস্তিতে রেখেছিলেন আরেক ডি লিডি টিমের ছেলে বাস। বোলিংয়ে ৪ উইকেটের পর ৬৮ বলে ৬৭ রানবাস ছিলেন দুর্দান্ত। তবে তাঁর এমন পারফরম্যান্স যথেষ্ট হয়নি নেদারল্যান্ডসের জন্য। ডাচশঙ্কা কাটিয়ে পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত সহজ জয়ে শুরু করেছে বিশ্বকাপ।

২৮৭ রানের লক্ষ্য সহজ হবে না পাকিস্তানের বিপক্ষে, সেটি অনুমিতই ছিল। প্রথম পাওয়ার প্লেতে অবশ্য ম্যাক্স ও'ডাউডের উইকেটটি হারায় নেদারল্যান্ডস, হাসান আলীর শর্ট বলের জবাব দিতে পারেননি তিনি। ১২ তম ওভারে প্রথমবার বোলিংয়ে এসে প্রথম বলেই ইফতিখার আহমেদ বোল্ড করেন কলিন অ্যাকারম্যানকে, তাতে চাপ বাড়ে নেদারল্যান্ডসের। ডি লিডি ও বিক্রমজিত সিংয়ের জুটি এরপর অস্বস্তিতে ফেলে পাকিস্তানকে।

৭৬ বলে ৭০ রানের সে জুটি ভাঙেন শাদাব খান, ৬৭ বলে ৫২ রান করা বিক্রমজিতকে ফিরিয়ে। পাকিস্তানের স্পিনারদের পারফরম্যান্স আলোচনায় ছিল টুর্নামেঃট শুরুর আগে থেকেই, তবে তাঁরাই আজ এনে দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ সব উইকেট। ডি লিডিকে থামিয়েছেন মোহাম্মদ নেওয়াজ, করেছেন বোল্ড। ডি লিডি অবশ্য আউট হয়েছেন সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে। বিক্রমজিতের পর কেউই সে অর্থে তাঁকে সঙ্গ দিতে পারেননি। মাঝে উইকেটের দরকার থাকলেও শাহিন শাহ আফ্রিদি বা হারিস রউফদের দ্রুত আনেননি বাবর। পরে এসে অবশ্য তাঁরা ডাচদের দাঁড়াতে দেননি আর। ডি লিডি ছাড়া মিডল অর্ডারে নেদারল্যান্ডসের কেউই সুবিধা করতে পারেননি। ৪১ ওভারেই গুটিয়ে যায় তারা।

বোলিংয়ে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স সমন্বিতই ছিল। ব্যাটিংয়ে মূল অবদান সেখানে মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সৌদ শাকিলের পর শাদাব ও নেওয়াজের। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামার আগে পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম বলেছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য ২৯০ থেকে ৩০০ রানের মতো। প্রথম ১০ ওভারের মধ্যে ৩ উইকেট হারানোর পর সেটি মনে হচ্ছিল অনেক দূরের পথ। রিজওয়ান ও শাকিলের ১১৪ বলে ১২০ রানের জুটিতে সেটি চলে এসেছিল নাগালে। এরপর ৩০ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে আবার চাপে পড়া, শাদাব খান ও মোহাম্মদ নেওয়াজের জুটিতে আবার আশা পাওয়া। ২৫২ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ফেলার পরও অবশ্য পাকিস্তান যায় ২৮৬ রান পর্যন্ত, সেটি আফ্রিদির ১২ বলে ১৩ ও রউফের ১৪ বলে ১৬ রানের ইনিংসে।

আলোচনায় থাকা পাকিস্তানের টপ অর্ডার সফল হয়নি আজও। ফখর জামান, ইমামউলহক ও বাবর আজম চলে যান ৩৮ রানের মধ্যেই। শুরুতে চাপে পড়লেও রিজওয়ান ও শাকিল ছিলেন দারুণ ইতিবাচক। প্রিয় হয়ে ওঠা চার নম্বরে এ বছরের ষষ্ঠ ফিফটিটি পেতে রিজওয়ানের লাগে ৫৮ বল। শাকিল ব্যাটিং করেছেন আরও দ্রুত গতিতে, তাঁর ফিফটি করতে লাগে মাত্র ৩২ বল। দুজনের জুটির সময় নেদারল্যান্ডসকে মনে হচ্ছিল ক্লান্ত।

তবে ঠিকই ঘুরে দাঁড়ায় ডাচরা। ৫২ বলে ৬৮ রান করা শাকিলকে ফিরিয়ে আরিয়ান দত্ত সে জুটি ভাঙার পর হায়দরাবাদে চলে ডি লিডির শো। একই ওভারে ৬৮ রান করা রিজওয়ান ও ইফতিখার তাঁর শিকার। ১৮৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকা পাকিস্তানকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেন শাদাব ও নেওয়াজ। ৭০ বলে দুজন যোগ করেন ৬৪ রান। শাদাবের পর হাসানকে পরপর ২ বলে থামিয়েছিলেন ডি লিডি। তবে হায়দরাবাদকে ঠিক নিজের করে নিতে পারেননি তিনি।

বিশ্বকাপে সাকিবদের শুভকামনা জানাল মেসিদের আর্জেন্টিনা

কলকাতা ঃ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ একসূত্রে গেঁথেছিল বাংলাদেশ আর আর্জেন্টিনাকে। লিওনেল মেসির নেতৃত্বাধীন আর্জেন্টিনা দলকে কাতার বিশ্বকাপে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিল বাংলাদেশ। দেশবিদেশের সংবাদমাধ্যম হয়ে সেই খবর পৌঁছে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল দলে। বাংলাদেশে নিজেদের দলের এমন বিপুল সমর্থন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক লিওনেল মেসি ও কোচ লিওনেল স্কালোনি। মুগ্ধ হয়েছিলেন আর্জেন্টিনার সাধারণ মানুষ থেকে সেই দেশের ফুটবল কর্তারাও। কাতারে বসেই সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার কোচ।

আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জয়ের পর সেখানকার মতো বাংলাদেশের পথে পথেও নেমেছিল মানুষের ঢল। আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে এখানকার সমর্থকেরা 'মেসি, আর্জেন্টিনা' স্লোগানে গলা ফাটিয়েছে। সবকিছুই মুগ্ধতা ছড়িয়েছে আর্জেন্টাইনদের মাঝে।

কাতার বিশ্বকাপের সেই ঘটনার পথ ধরে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার হয়। সেই ঘটনার পর আর্জেন্টিনা ফুটবলেও বাংলাদেশকে নানাভাবে সাহায্য করার কথা বলেছিল। শোনা গিয়েছিল মেসিদের আর্জেঃটিনা বাংলাদেশ সফরে আসবে এখানে খেলার জন্য। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না হলেও সম্প্রতি ব্যক্তিগত আগ্রহে ৩ জুলাই সংক্ষিপ্ত সফরে বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। সেই ধারাবাহিকতায় ১৪ বছর পর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে খেলা বাংলাদেশকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে শুভকামনা জানিয়েছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)।

এবার এএফএ শুভকামনা জানাল সাকিব-মুশফিকদের। ভারতের ধর্মশালায় আগামীকাল আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপ-অভিযান শুরু করবে বাংলাদেশ দল। আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ-অভিযানের জন্য শুভকামনা জানিয়ে একটি পোস্ট করেছে এএফএ।

এএফএ তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পাতায় দেওয়া পোস্টটিতে স্প্যানিশ ভাষায় যা লিখেছে সেটার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় এ রকম, 'আইসিসি বিশ্বকাপ ২০২৩-এ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের যাত্রা শুরু করতে যাওয়ার আগে তাদের জন্য শুভকামনা রইল। চ্যাম্পিয়নসত্তাই তাদের জয়ের বন্দরে নিয়ে যাবে।'

নিউজক্লিক কর্মীদের ঘরে অভিযানের পর ভারতীয় সাংবাদিকরা আতঙ্কিত

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারতের সংবাদ পোর্টাল নিউজক্লিকের সংবাদকর্মী, প্রবন্ধকারদের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চলার কারণে দেশের অনেক সাংবাদিকের মনেই এখন আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। প্রতিটা খবর লেখার সময়ে তাদের মাথায় কাজ করছে যে সেটি কোনভাবে সরকারকে চটিয়ে দেবে না তো? তার ওপরে রাজরোষ এসে পড়বে না তো? সম্পাদকরাও অনেক সময়ে 'ঝামেলা যাতে না পড়তে হয়' এই অজুহাতে লিখিত খবরের অংশ বাদ দিচ্ছেন। এমন কথাও বলছেন সাংবাদিকরা। নারী সাংবাদিকদের আবার ভয় হয় যে তাদের খবর লেখার জন্য যেন বেশি করে ট্রল না হতে হয়, যেগুলো অনেকক্ষেত্রেই যেন হেনস্থার সামিল। আতঙ্ক যে একটা তৈরি হয়েছে, তা স্বীকার করছেন প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রেস ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতি গৌতম লাহিড়ী সহ একাধিক সাংবাদিক। সাংবাদিকদের নির্ভয়ে কাজ করতে দেওয়ার জন্য বুধবার প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানিয়েছে দেশের ১৫টি সাংবাদিক সংগঠন।

কেন এই আতঙ্ক?

সাংবাদিকদের আতঙ্কের সাম্প্রতিক কারণ হচ্ছে সংবাদ পোর্টাল নিউজক্লিকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থসহ দুজনকে সন্ত্রাস দমন আইনে গ্রেপ্তার। তার আগে মঙ্গলবার ভোর থেকে পোর্টালের ৪৬ জন কর্মী এবং পোর্টালের জন্য লিখেনে এমন লেখকদের বাড়িতে দিল্লি পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে এবং সবার ফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা ঘটেছে।

এর আগে সন্ত্রাস দমন আইনে গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন ধরে জেল খাটছেন কাশ্মীরের একাধিক সাংবাদিক। উত্তরপ্রদেশে এক ধর্ষণের ঘটনার খবর নিতে যাওয়ার পথে কেরালার সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পানকে সন্ত্রাস দমন আইনে গ্রেপ্তার হয়ে দুবছরেরও বেশি সময় জেলে থেকেছেন।

অতি কঠোর সন্ত্রাস দমন আইনে গ্রেপ্তার হলে জামিন পাওয়া একরকম অসম্ভব। সন্ত্রাস দমন আইন ছাড়া আরও নানাভাবে সাংবাদিকদের তাদের লেখার জন্য গ্রেপ্তার হতে হয়েছে অথবা নানা ধরনের হেনস্থার শিকার হতে হয়।

কী জিজ্ঞাসাবাদ করা হল?

মঙ্গলবার ভোর ছয়টা নাগাদ দিল্লি পুলিশের দল নিউজক্লিকের সাংবাদিক ও নিয়মিত লেখকদের বাড়িতে হানা দিতে শুরু করে। এর থেকে ছাড় পাননি কেউ। দিল্লির সাংবাদিক মহল বলছে পূর্ণ সময়ের সাংবাদিক থেকে শুরু করে পার্টটাইম কাজ করেন সব কর্মীদের বাড়িতেই পুলিশ হানা দিয়েছিল ভোরবেলা।

প্রথমেই তাদের মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়। অনেককেই নিয়ে যাওয়া হয় দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের দপ্তরে।

সেখানে চলে টানা জিজ্ঞাসাবাদ। বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হলেও সম্পাদক ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে পরে গ্রেপ্তার করা হয়।

হিন্দি টিভি সাংবাদিকতার পরিচিত মুখ অভিসার শর্মা বুধবার সকালে এক্স (আগেকার টুইটার)-এ একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে তিনি বিস্তারিতভাবে বলেছেন যে কী কী জানতে চাওয়া হয়েছিল তার কাছে।

সকাল সাড়ে ছয়টায় দিল্লি পুলিশের দল আমার বাড়িতে আসে। ওই দলে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী আর উত্তরপ্রদেশ পুলিশও ছিল, একজন নারী পুলিশও ছিলেন। তাদের একজনের হাতে লাঠি ছিল, বন্দুকও ছিল। তারা এসে বলে তারা সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তদন্ত করছে। এর পরে শুরু হয় প্রশ্নের পালা।

তারা জানতে চায় যে আমি এনআরসিসিএএ ইস্যুতে শাহিনবাগে গিয়েছিলাম কী না, দিল্লিতে যে দাঙ্গা হয়েছিল তার গ্রাউন্ড রিপোর্টিং করেছিলাম কী না, কৃষক আন্দোলনের কভারেজ করেছি কী না

এখানেই শেষ নয়। আমার কাছে জানতে চাওয়া হয় যে পোল্যান্ডে কারও সঙ্গে আমি কথা বলি কী না। ব্রিটেন আর অস্ট্রেলিয়া থেকে কোনও ফোন আসে কী না, সেখানে কারও সঙ্গে কথা বলি কী না, জানিয়েছেন অভিসার শর্মা।

আমার বাড়িতে এসব প্রশ্নের জবাব জানার পরে লোদী কলোনীতে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলে যখন নিয়ে যাওয়া হয়, একই প্রশ্ন একটু এদিক ওদিক করে চারজন কর্মকর্তা আলাদা আলাদা ভাবে একই প্রশ্ন করেন আমাকে

আমি শাহিনবাগ হোক বা কৃষক আন্দোলন অথবা দিল্লি দাঙ্গা - গ্রাউণ্ড রিপোর্টিং করি না কিছু বাস্তবিক পারিবারিক কারণে। কিন্তু এই সব ইস্যু বা জওহরলাল

নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন - সব ইস্যুতেই আমি সংবাদ পর্যালোচনা করি স্টুডিওতে বসে, জানিয়েছেন মি. শর্মা।

পোল্যান্ডে তিনি কাউকে চেনেন না কিন্তু ব্রিটেন আর অস্ট্রেলিয়াতে তার বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই কথা হয় তার। তিনি বলেন, আমার একটা অনুষ্ঠান দেখান যেখানে আমি চীনের পক্ষ নিয়ে প্রচার চালিয়েছি। একটাও পাবেন না। তবে হ্যাঁ আমি চীন নিয়েও অনুষ্ঠান করেছি। আমি চীন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছি। আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম যে জায়গায় ২০২২ এর আগে ভারতীয় সেনারা যেতে পারত, সেই অঞ্চল কী করে বাফার জোন হয়ে গেল? এই প্রশ্নও তুলেছিলাম যে কী করে ৩১ জন সেনা শহীদ হয়ে গেলেন? আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম যে ৩১ জন সৈনিক শহীদ হওয়ার ব্যাপারে আমার প্রধানমন্ত্রী কেন নিশ্চুপ?

আমি যদি দেশের সঙ্গে গাদ্দারি করে থাকি, তাহলে প্রমাণ দিন। সরকারকে প্রশ্ন করার অর্থ দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা নয়, স্পষ্টই বলেছেন মি. শর্মা।

ব্যক্তিগত তথ্য কেন নেবে পুলিশ?

আমি যদি মঙ্গলবার দিল্লিতে থাকতাম তাহলে আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারতাম না। আমার এই ফোনটাও বাজেয়াপ্ত করে নিত পুলিশ, বলছিলেন নিউজক্লিকের এক সাংবাদিক। তিনি অন্য রাজ্যে নিজের বাড়িতে গিয়েছিলেন, তাই তার দিল্লির বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালায় নি।

তিনি নিরাপত্তার কারণে নিজের নাম প্রকাশ করতে দিতে চান না।

আমার কোনও সহকর্মীর সঙ্গেই যোগাযোগ করতে পারি না। সবার মোবাইল ফোনই তো নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমি দিল্লি ফিরে ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করলে জানতে পারব কী কী হয়েছে অভিযানের সময়ে, বলছিলেন নিউজক্লিকের ওই সাংবাদিক।

তার কথায়, এই যে তল্লাশির নামে আমার সহকর্মীদের সবার ব্যক্তিগত ফোন, ল্যাপটপ সব বাজেয়াপ্ত করা হল, সেখানে তো অনেক ব্যক্তিগত তথ্যও আছে! আমি আমার বান্ধবীর সঙ্গে কী কথা বলেছি চ্যাটে বা মায়ের সঙ্গে কী কথা হচ্ছে, সেসব কেন পুলিশ জেনে নেবে? আবার আমার খবরের সূত্রদের নম্বরও তো ফোনেই থাকে, তারা যে আমাকে খবর দেয়, সেটাও তো পুলিশ জেনে ফেলবে।

এরপরে সাংবাদিক হিসাবে কি আমাকে কেউ বিশ্বাস করবে? তারা তো বলবে তোমাকে কোনও খবর দেব, তারপরে তোমার অফিসে তল্লাশি হবে আর আমার পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যাবে পুলিশের কাছে। এরপরে কাজ করব কী করে? প্রশ্ন ওই সাংবাদিকের।

প্রশ্ন করতে চিন্তা করতে হয়

একজন সম্পাদকের গ্রেপ্তারি এবং সাংবাদিকদের বাড়িতে তল্লাশির ঘটনায় তরুণ সাংবাদিকদের মনেও ভয় ঢুকেছে।

মাত্র কিছুদিন হল মুম্বাইয়ের একটি পত্রিকায় চাকরি করছেন, এমন এক তরুণী সাংবাদিক বলছিলেন, এই ঘটনাটা অত্যন্ত উদ্বেগের তবে এটাই তো প্রথম ঘটনা নয় যেখানে সাংবাদিকদের হেনস্থা করা হল। আজকাল এটাই যেন স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

তিনিও নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। তার সমবয়সী সাংবাদিকদের মধ্যে এটা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে।

এটা তো শুধু গ্রেপ্তারি, তবে হত্যার হুমকি বা নারী সাংবাদিকদের ধর্ষণের হুমকিও তো দেওয়া হয় নিয়মিতই। মেরেও তো ফেলা হয়েছে সাংবাদিকদের। আমরা তো আলোচনা করি যে এরকম একটা পেশায় থেকে কী জীবনের ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাচ্ছে? বলছিলেন ওই সাংবাদিক।

তার কথায়, সাংবাদিক হিসাবে প্রশ্ন করাটাই তো আমাদের কাজ। কিন্তু প্রশ্ন করতেই আজকাল ভয় হয়। আমার সমবয়সী সবারই মনে এই চিন্তাটা ঘুরপাক খায়। কিছু সাংবাদিকের মনে যে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে সেটা মানছেন প্রেস ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতি গৌতম লাহিড়ীও।

তার কথায়, আমাকে অনেক সাংবাদিকই বলছেন গত দুদিন ধরে যে বাড়িতে তল্লাশির ঘটনায় তারা এবং তাদের পরিবারগুলো ভয় পাচ্ছে। যারা মনে করেন যে সরকারের নানা পদক্ষেপ নিয়ে সমালোচনা করেন, সেগুলো আর করা যাবে কী না, এই প্রশ্নও উঠছে। তবে এই তো প্রথম নয়

ভারতীয় সাংবাদিকদের ওপরে এরকম কঠিন সময় আগেও এসেছে। সাময়িকভাবে ক্ষমতাসীন সরকার হয়তো ভয় দেখাতে পেরেছে, কিন্তু আমরা সবগুলোই পার করেছি সাহস নিয়ে, বলেন মি. লাহিড়ী।

বিজেপি অবশ্য বলছে তারা মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী, কিন্তু কোনও সাংবাদিক যদি কোনও অ্যাজেণ্ডা নিয়ে অন্যায় কাজ করে, তাহলে তো আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়াই হবে। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চ্যাটার্জী বলছিলেন, যদি সত্যিই অপরাধমূলক কাজ থেকে পাওয়া অর্থ, এক্ষেত্রে চীনের অর্থ নিয়ে, চীনের হয়ে প্রচারণা চালানোর কাজ করা হয়ে থাকে তাহলে আইনি পথেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই অর্থ নিয়ে যদি কেউ পালিতপোষিত হয়, তাহলে তো সেও অপরাধী। কিন্তু কোনও অ্যাজেণ্ডা না নিয়ে যেসব সাংবাদিক কাজ করেন, তাদের ভয় পাওয়ার তো কোনও কারণ দেখি না আমি।

ভিত্তিহীন অভিযোগ

ওই পোর্টালে চীনা অর্থায়ন হয়েছে, এই অভিযোগ নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ছাপা হয় অগাস্ট মাসে। ওই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল যে কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক বামপন্থী ধনকুবেরের মাধ্যমে চীন সরকার তাদের হয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচারণা চালানোর জন্য অর্থায়ন করেন। এর পরেই ভারত সরকার এবং বিজেপি এই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়।

তল্লাশির একদিন পরে, বুধবার নিউজক্লিক এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে তারা কোনওভাবেই চীনা সরকারের প্রচারণা চালায় না এবং নেভিল রয় সিংঘম নামের ওই ধনকুবেরের কাছ থেকে সম্পাদকীয় কোনও ধরণের পরামর্শ গ্রহণ করে না। তারা এটাও বলেছে তিন বছর ধরে বারে বারে আয়কর দপ্তর, অর্থ মন্ত্রকের তদন্ত শাখা এনফোর্সমেঃট ডিরেক্টরেট এবং দিল্লি পুলিশ নানা অভিযোগে তাদের দপ্তরে তল্লাশি চালিয়েছে, প্রতিটি নথি খতিয়ে দেখেছে, কিন্তু এখনও কোনও চার্জশিট জমা দিতে পারে নি তদন্তকারী সংস্থাগুলি।

সরব সাংবাদিক সংগঠনগুলো

ভারতের প্রধান বিচারপতির কাছে লেখা এক চিঠিতে প্রেস ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান উইমেন'স প্রেস কোর, ডিজিপাব নিউজ ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশন সহ ১৫টি সাংবাদিক সংগঠন বলেছে, ভারতের স্বাধীনতা তখনই নিরাপদে থাকবে যতক্ষণ সাংবাদিকরা প্রতিহিংসার হুমকি ছাড়াই কথা বলতে পারবেন।

ওই চিঠিতে আবেদন করা হয়েছে যাতে সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাদের কাছ থেকে কিছু বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারে একটা গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়।

টুকরো খবর

ফেসবুক ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে মানসিক ক্ষতির সম্পর্ক নেই, বলছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের করা এক গবেষণা বলছে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া ফেসবুকের কারণে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে এই ধারণার পক্ষে কোনো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিশ্বের ৭২টি দেশের প্রায় ১০ লাখ ফেসবুক ব্যবহারকারীর ওপর ২০০৮ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এই জরিপটি চালিয়েছে অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইন্সটিটিউট। এই গবেষণার সাথে জড়িত ছিলেন এমন একজন অধ্যাপক এন্ড্রু সাবিলস্কি বলছেন সাধারণভাবে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ফেসবুক ক্ষতিকর, কিন্তু তাদের গবেষণার ফলাফল এই ধারণাকে ভেঙে দিয়েছে। তিনি বলছেন বরং তারা দেখেছেন যে কোথাও কোথাও ফেসবুক হয়তো মানুষের মনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ঠিক কী কারণে ফেসবুক থেকে উপকার পাওয়া যাচ্ছে গবেষণায় সেবিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা করা হয়নি। তবে দেখা গেছে এই সামাজিক মাধ্যমটির কারণে পুরুষ ও অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা একটু বেশিই আনন্দ পেয়ে থাকে। এই গবেষণা প্রতিবেদনটি রয়্যাল সোসাইটি ওপেন সায়েন্স সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাটি এমন এক সময়ে প্রকাশিত হলো যখন যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ সোশাল মিডিয়ার ক্ষতিকর দিক থেকে তাদের ব্যবহারকারীদের রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়নের কথা বিবেচনা করছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাটি হয়েছে শুধু ফেসবুকের ওপর। এই গবেষণায় মেটার অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম যেমন ইনস্টাগ্রামের দিকে নজর দেওয়া হয়নি। অধ্যাপক এন্ড্রু সাবিলস্কি বিবিসিকে বলেছেন, তাদের গবেষণায় যে প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে তা হচ্ছে যেহেতু দেশে দেশে ফেসবুক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, তার ফলে সেসব দেশের জনগণের ভালো থাকার ওপর এর কেমন প্রভাব পড়ছে। ফেসবুকের বিভিন্ন কনটেন্ট এর ব্যবহারকারীদের জন্য কী ধরনের ঝুঁকি তৈরি করছে এই গবেষণায় সেটা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। তিনি বলেন ঃ সাধারণত মনে করা হয় যে মানসিকভাবে ভালো থাকার জন্য এটি খারাপ। কিন্তু আমরা যখন সব তথ্য একসাথে করলাম, সেসব তথ্য বিশ্লেষণ করা হলো, দেখা গেল বিষয়টা আসলে ঠিক এরকম নয়। এর আগেও তিনি কিশোর কিশোরীদের প্রযুক্তি ব্যবহার ও তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ওপর গবেষণা চালিয়ে এই দুটোর মধ্যে খুব সামান্যই সংযোগ খুঁজে পেয়েছিলেন। গবেষকরা বলছেন এবার ফেসবুকের ওপর যে গবেষণাটি চালানো হলো তাতে জাতীয় পর্যায়ে এই মাধ্যমটি ব্যবহারের কী প্রভাব পড়ছে সেটা দেখা হয়েছে, তবে বিশেষ কোনো একটি গ্রুপের ওপর কী প্রভাব পড়ছে সেটা খতিয়ে দেখা হয়নি। উদাহরণ হিসেবে অধ্যাপক এন্ড্রু সাবিলস্কি বলছেন কারো কারো ওপর ইতিবাচক প্রভাব রাখলেও, ফেসবুক হয়তো ছোট্ট কোনো গ্রুপের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে যার ওপর এই গবেষণায় আলোকপাত করা হয়নি। ফেসবুকের বিভিন্ন কনটেন্ট এর ব্যবহারকারীদের জন্য কী ধরনের ঝুঁকি তৈরি করছে সেটাও এই গবেষণায় পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। অধ্যাপক এন্ড্রু সাবিলস্কি বলেন, এসব দেখার জন্য আরো অনেক তথ্যের প্রয়োজন। তিনি বলেন, কখনও কখনও অল্প কিছু লোক হয়তো সোশাল মিডিয়ার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করছে, কিন্তু এবিষয়ে আমাদের কাছে আসলেই কোনো তথ্য নেই। এই গবেষণাটি করতে গিয়ে গবেষকরা ফেসবুক থেকে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে তারা স্বাধীনভাবেই এই কাজটি পরিচালনা করেছেন এবং এজন্য ফেসবুকের মালিক মেটা থেকে তাদেরকে কোনো অর্থ দেওয়া হয়নি। গবেষকদের ফেসবুক যেসব তথ্য দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রতিটি দেশে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ব্যবহারকারীদের ১৩-৩৪ এবং ৩৫ বছরের বেশি বয়সী এই দুটো গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখেছেন সোশাল মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের কারণে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার কোনো প্রমাণ তারা পাননি। বাথ স্পা ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও যোগাযোগ বিভাগের অধ্যাপক পিটার এচেলস এই গবেষণাকে আকর্ষণীয় বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, গবেষকরাও যেমন পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে এখানে কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তবে এটা থেকে বোঝা যায় যে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো এখন গবেষকদের জন্য তাদের দরজা উন্মুক্ত করে দিচ্ছে।

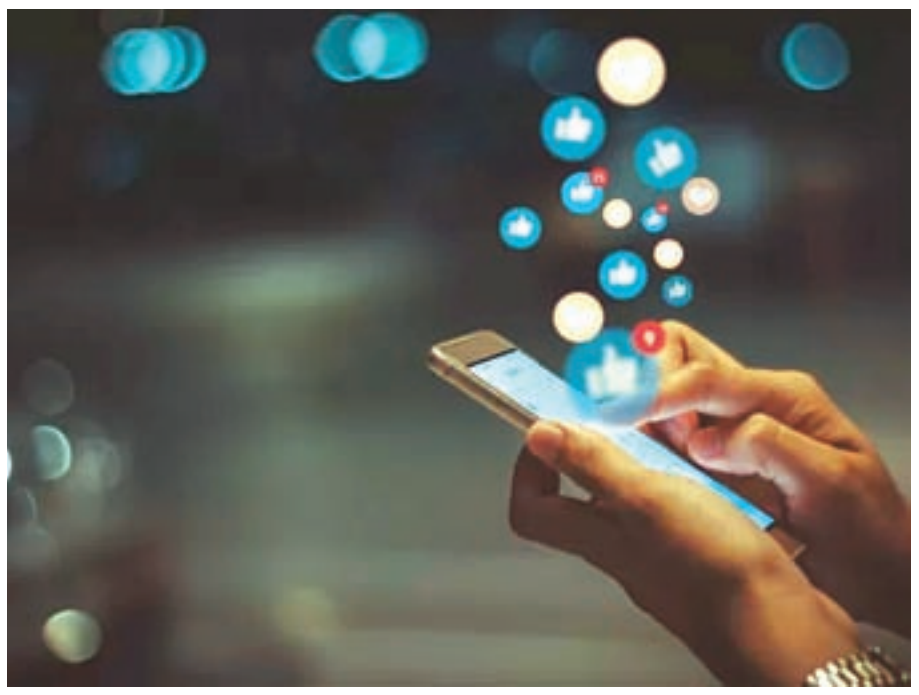

JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
07:10:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

'আমাকে বেশি কথা বললে সব বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকবো' ঃ শেখ হাসিনা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ এবং বিদ্যুৎ পরিস্থিতির বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এসব বিষয়ে বেশি কথা বলা হলে তিনি সব বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকবেন। জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন থেকে ফেরার পর শুক্রবার বিকেলে গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যুৎ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনাকালীন আমদানি ও রপ্তানি, যাতায়াত ও যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যুৎ বেড়ে গিয়েছিল। তবে করোনার পর অর্থনৈতিক সব কর্মকাণ্ড শুরু হওয়ার পর আমদানি বেড়ে যাওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যুৎ আবার কমে গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাকে বেশি কথা বললে সব বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকবো। ইলেকশনের পরে যদি আসতে পারি আবার করবো। যদি বলেন যে বিদ্যুৎ রক্ষা করতে হবে, তাহলে বিদ্যুৎ খেলে বন্ধ করে দেই, জল বন্ধ করে দেই, সার বন্ধ করে দেই, বিদ্যুৎ ভাল থাকবে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ নিয়ে যদি এতো বেশি কথা হয় তাহলে, সরকার গঠন করার সময় বিদ্যুৎ যত ছিল, সেখানে নিয়ে গিয়ে আবার নির্বাচন করবেন। পরে ক্ষমতায় এসে আবার বাড়াবেন।

অত্যাধুনিক পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষার দাবি করলেন পুতিন

মাস্কো (এজেন্সী) ঃ পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের 'চূড়ান্ত সফল পরীক্ষা' চালানোর দাবি করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। 'বুরভেস্টনিক' নামের এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা আগে অনেকবার ব্যর্থ হওয়ার খবর এসেছিলো।

যদিও 'বুরভেস্টনিক' নামে পরিচিত এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষার বিষয়ে নিউইয়র্ক টাইমসের একটি রিপোর্টকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তার মুখপাত্র। তবে তিনি প্রত্যাখ্যান করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই দাবি করলেন মি. পুতিন।

২০১৮ সালে প্রথম এই পরীক্ষামূলক অস্ত্রের কথা ঘোষণা করা হয়েছিলো, যেটি তার সীমাহীন পাল্লা বা মাত্রার জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত। অর্থাৎ এর মাত্রা নির্দিষ্ট করা নয়। তবে সরকারিভাবে এর সক্ষমতা সম্পর্কে কমই জানা যায়। তবে এর আগে এর পরীক্ষাগুলো ব্যর্থ হয়েছে বলে খবর বেরিয়েছিলো।

প্রেসিডেন্ট পুতিনের বক্তব্য স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি এবং রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেও এখন পর্যন্ত কোন বক্তব্য আসেনি।

যদিও উপগ্রহ থেকে তোলা কিছু ছবি ছড়িয়ে পড়েছিলো গত মাসে যেখানে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সোভিয়েত যুগে পরমাণু পরীক্ষা চালানো হতো এমন একটি প্রত্যন্ত দ্বীপ এলাকায় রাশিয়া নতুন করে কিছু স্থাপনা নির্মাণ করছে।

ওই ছবি গুলোতে দেখা যায় যে বারেন্টস সাগরের উত্তরাঞ্চলে নোভায়া জেমলিয়া দ্বীপপুঞ্জে কিছু নির্মাণ কাজ চলছে।

আমরা অত্যাধুনিক কৌশলগত অস্ত্রের কাজ শেষ করে এনেছি। যেটা সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি এবং কয়েক বছর আগে ঘোষণা দিয়েছিলাম, মি. পুতিন সোচির কৃষ্ণ সাগর রিসোর্টে

এক সভায় বলছিলেন। সভাটি রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বৈশ্বিক মাত্রার পারমাণবিক শক্তিধর ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র বুরভেস্টনিকের চূড়ান্ত সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

বুরভেস্টনিক ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো এটা শুধু পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম নয়, বরং এটি নিজেই পারমাণবিক শক্তিধর যা সামুদ্রিক পাখির মতো খুব নীচ দিয়েও উড়ে যেতে সক্ষম।

নেটো এই ক্ষেপণাস্ত্রের কোডনেম দিয়েছে 'স্কাইফল'। এটি নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর চালিত, যা সলিড ফুয়েল রকেট বুস্টারের মাধ্যমে নিক্ষেপের পর সক্রিয় হওয়ার কথা।

নিউইয়র্ক টাইমস অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রচারণায় নিয়োজিত 'দি নিউক্লিয়ার থ্রেট ইনিশিয়েটিভ'কে উদ্ধৃত করে বলেছে ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এর অন্তত তেরটির পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছিলো।

মি. পুতিন অবশ্য বলেছেন সারমাত নামের আন্তমূহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের কাজও এখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। তিনি গত বছর বলেছিলেন, সারমাত নামের পরমাণু বোমা বহনকারী আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রটি বিশ্বের সবচেয়ে সেরা এবং এটি বিশ্বের যেকোনো ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পরাস্ত করতে সক্ষম।

পশ্চিমা গণমাধ্যমে সারমাত ক্ষেপণাস্ত্রটিকে সেটান টু বা শয়তান দুই নামে অভিহিত করে আসছে।

তবে এসব ঘোষণা সত্ত্বেও মি. পুতিন জানিয়েছেন যে রাশিয়ার ঘোষিত পরমাণু ডকট্রিন বদলানোর কোন চিন্তা ভাবনা নেই অর্থাৎ আক্রমণের শিকার হলে বা কেবল বাধ্য হলেই এসব অস্ত্র ব্যবহার করা হতে পারে।

তিনি বলেন রাশিয়ার অস্তিত্ব হুমকির মুখে নয় এবং কোন সুস্থ মানুষই রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরমাণু আক্রমণের চিন্তা করতে পারে না। তবে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করতে করা ১৯৯৬ সালের চুক্তির অনুসমর্থন তার দেশ প্রত্যাহার করতে পারে।

তার যুক্তি হলো যুক্তরাষ্ট্র এটিতে স্বাক্ষর করলেও এখনো র‍্যাটিফাই বা অনুসমর্থন করেনি। সে কারণেই রাশিয়াও একই পথে এগুতে চায়।

মি. পুতিন সম্প্রতি বিমান দুর্ঘটনায় ওয়াগনার প্রধান প্রিগোজিনসহ নিহতদের সম্পর্কে বলেছেন যে 'তাদের শরীরে হ্যান্ড গ্রেনেডের টুকরো পাওয়া গেছে। তদন্ত কমিটির প্রধান আমাকে তার রিপোর্ট দিয়েছেন।

তিনি অবশ্য ব্যাখ্যা দেননি যে কিভাবে বিমানে থাকা অবস্থায় গ্রেনেড বিস্ফোরণ হতে পারে। তবে তিনি বলেছেন যে তার চিন্তা ছিলো যে তদন্তকারীরা নিহতদের শরীরে অ্যালকোহল বা মাদকের বিষয়ে তদন্ত করবেন।

তবে ওই বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে সরকারি কোন রিপোর্ট এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

ভ্লাদিমির পুতিন বলেছিলেন এই ক্ষেপণাস্ত্রের সমকক্ষ আর একটিও এখন পৃথিবীতে নেই এবং আসছে বহু বছরেও তা হবে না।

এটি আসলেই একটি অদ্বিতীয় অস্ত্র। এটি রাশিয়ার যুদ্ধের সক্ষমতা অনেক শক্তিশালী করবে। যারা ক্ষিপ্তভাবে উগ্র ও আগ্রাসী কথাবার্তা বলে রাশিয়াকে হুমকি দেবার চেষ্টা করছে তাদের এখন থেকে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হবে।

বহু বছর ধরে চলেছে ক্ষেপণাস্ত্রটি তৈরির কাজ। বেশ কবার এর উৎক্ষেপণ পেছানোর পর ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার দুই মাসের মাথায় এর সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছিলো।

বহু বছর চেষ্টার পর ক্ষেপণাস্ত্রটির উৎক্ষেপণ রাশিয়ার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে তখন বলা হয়েছিলো, এটি চলার পথ পরিবর্তন করে তার লক্ষ্যে আঘাত করতে পারে। এটি উৎক্ষেপণ করতে যে যানটি সাহায্য করে সেটি শব্দের চেয়ে বেশি গতিতে চলে। এর ওয়ারহেডগুলো আলাদা আলাদা লক্ষে আঘাত হানতে পারে। এতে যে কটি ওয়ারহেড রয়েছে, যে গতিতে এটি যাত্রা করে তাতে সারমাত বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ক্ষেপণাস্ত্র। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দূরত্বে আঘাত হানতে সক্ষম। রাশিয়ার মিসাইল রেজিমেন্টকে নতুন এই ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সমৃদ্ধ করার কাজ চলমান।

নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ইরানের কারাগারে আটক নার্গেস মোহাম্মদী

তেহরান ঃ ইরানের নারী অধিকার কর্মী নার্গেস মোহাম্মদী এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। নোবেল কমিটি জানিয়েছে, ইরানে নারীদের উপর যে নিপীড়ন চালানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নার্গেস মোহাম্মদীকে শান্তি পুরস্কার দেয়া হয়েছে। তিনি ইরানে মানবাধিকার রক্ষা এবং সবার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মিথ্যা প্রচারণার অভিযোগে নার্গেস মোহাম্মদীকে বর্তমানে ইরানের কুখ্যাত এভিন কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে তাকে বেশ কয়েকদফা কারাদণ্ড দেয়া হয়। ইরানের আরেকজন নোবেল বিজয়ী শিরিন এবাদির প্রতিষ্ঠিত হিউম্যান রাইটস সেন্টারের উপপ্রধান নার্গেস মোহাম্মদী। পুরস্কার ঘোষণার সময় নোবেল কমিটি বলেছে, নার্গেস মোহাম্মদীর সাহসী ভূমিকার জন্য ব্যক্তিগত জীবনে তাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। সবমিলিয়ে ইরানের শাসক গোষ্ঠী তাকে ১৩ বার গ্রেফতার করেছে। এরমধ্যে তাকে পাঁচবার দোষী সাব্যস্ত করে সর্বমোট ৩১ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে, বলেন নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটির প্রধান বেরিট রেইসএন্ডারসেন। তিনি বলেন, আমি যখন কথা বলছি তখনও তিনি কারাগারে। এক বছর আগে ইরানের নারীরা যে বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন সে প্রেক্ষাপটে নার্গেস মোহাম্মদীকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হলো। ইরানের নৈতিকতা পুলিশের হেফাজতে মাশা আমিনির মৃত্যুর পর সে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। নোবেল কমিটির প্রধান তার বক্তব্যে মাশা আমিনির কথাও উল্লেখ করেছেন। নার্গেস মোহাম্মদীকে শীঘ্রই মুক্তি দেয়া হবে বলে নোবেল কমিটি আশা করে, যাতে তিনি আগামী ডিসেম্বরে নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। তবে নার্গেস মোহাম্মদীর নোবেল পুরস্কার পাবার বিষয়টিকে সমালোচনা করেছে ইরানের একটি বার্তা সংস্থা। ইরানের ফার্স বার্তা সংস্থা বলছে, 'জাতীয় নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য' তাকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে। বার্তা সংস্থার খবরে বলা হয়েছে, ৫১ বছর বয়সী নার্গেস মোহাম্মদী 'পশ্চিমাদের কাছ থেকে পুরস্কার' পেয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য সে একাধিকবার সংবাদ শিরোনাম হয়েছে, ফার্স বার্তা সংস্থার খবরে বলা হয়। ইরানের এ কারাগারে দিন কাটছে নোবেল বিজয়ী নার্গেস মোহাম্মদীর।

জাতিসংঘ বলেছে, ক্রমাগত সহিংসতা, ভয়ভীতি দেখানো, হয়রানি এবং আটকের ঘটনার মধ্যে ইরানের নারীরা যে সাহসী ভূমিকা পালন করছে নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে সেটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হলো।

গত বছর শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ইউক্রেনের মানবাধিকার সংস্থা সেন্টার ফর সিভিল লিবার্টিস এর প্রধান ওলেকসান্দ্রা মাটভিচুক নার্গেস মোহাম্মদীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, ইরানের জনগণ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ইরানের জণগণের সাফল্যের উপর, বলেন মিজ মাটভিচুক। পুরস্কার ঘোষণার পর নার্গেস মোহাম্মদীর পরিবার বলেছে ইরানের নারীরা স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করছে তার একটি ঐতিহাসিক মূহূর্ত। কিন্তু এই অসাধারণ মূহূর্তটি নার্গেস মোহাম্মদী উদযাপন করতে না পারায় হতাশা প্রকাশ করেছে তার পরিবার। বিবিসির কূটনৈতিক সংবাদদাতা ক্যারোলাইন হাওলি বলছেন, কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে নার্গেস

মোহাম্মদী নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, বর্তমানে তিনি ইরানের এভিন কারাগারে ১০ বছরের সাজা ভোগ করছেন। এই পুরস্কার ইরানের শাসক গোষ্ঠীকে প্রত্যাখ্যান করার কড়া বার্তা হিসেবে বর্ণনা করছেন বিবিসি সংবাদদাতা। ২০২২ সালে সুইডেনের রাজা স্টকহোমে নোবেল বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। নোবেল পুরস্কার এ সপ্তাহে ঘোষণা করা হলেও পুরস্কার হাতে তুলে দেয়া হবে ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখে। সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে সে অনুষ্ঠান হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ইরান, রাশিয়া এবং বেলারুশকে আমন্ত্রণ জানানো হবে - এ বক্তব্যের মাধ্যমে চলতি বছর নোবেল ফাউন্ডেশন একটি বিতর্কের সূত্রপাত করেছিল। গত বছর এ তিনটি দেশকে বাদ দেয়া হয়েছিল। এরপর নোবেল ফাউন্ডেশন তার সে কথা থেকে সরে আসে এবং এই তিনটি দেশকে আমন্ত্রণ না জানানোর বিষয়টি উল্লেখ করে। তবে নরওয়ের রাজধানী অসলো -তে যে অনুষ্ঠান হবে সেখানে সব রাষ্ট্রদূতকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। নোবেল শান্তি পুরস্কার হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ইরান, রাশিয়া এবং বেলারুশের রাষ্ট্রদূতদের আমন্ত্রণ জানাবে।

পারমাণবিক জ্বালানি আসলেও রূপপুর কেন্দ্র চালু হতে দেরি হবে কেন?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ রাশিয়ার কাছ থেকে পারমাণবিক জ্বালানির প্রথম চালান বুঝে পেলেও পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রথম ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করতে পারছে না বাংলাদেশের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। প্রাথমিক পরিকল্পনায় এ বছরে মধ্যে প্রথম ইউনিট থেকে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করার কথা থাকলেও সেই পরকিল্পনা 'নতুন করে সাজাতে' হয়েছে। বাংলাদেশ ও রাশিয়া দুই দেশের সরকার প্রধানের ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় বৃহস্পতিবার।

রাশিয়ার কাছ থেকে ইউরেনিয়াম বুঝে পাওয়ার মাধ্যমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পারমাণবিক স্থাপনায় পরিণত হয়েছে। রাশিয়ার কারিগরি প্রযুক্তি এবং অর্থ সহায়তায় নির্মাণাধীন এই প্রকল্পের কোনো অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, বাংলাদেশের রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতায় চালু হবে ২০২৬ সালে।

এই বিলম্বের বড় কারণ হচ্ছে - রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য নির্মাণাধীন গ্রিডলাইন শেষ না হওয়া।

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালুর আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো উৎপাদিত বিদ্যুৎ

জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে সেই গ্রিডলাইন বা সঞ্চালন লাইনের নির্মাণ কাজ সময়মতো হয়নি। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে সঞ্চালনের জন্য বিশেষ একটি গ্রিডলাইন নির্মাণ করতে হচ্ছে। টাওয়ার বানিয়ে পদ্মা ও যমুনা নদীর ওপর দিয়ে সঞ্চালন লাইন পার করতে সময় লাগার কারণে বিদ্যুৎকেন্দ্র চালুর নতুন পরিকল্পনা হয়েছে।

বিলম্বিত সঞ্চালন লাইন

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালুর অন্যতম পূর্বশর্ত হলো, অবিরাম এই বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা। সঞ্চালন ব্যবস্থা যথাযথভাবে সম্পন্ন না হলে সবকিছু প্রস্তুত থাকলেও বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু করা সম্ভব নয়। রূপপুরের ২ হাজার ৪শ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করতে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন দেয়া হয় ২০১৮ সালে।

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ বা পিজিসিবির তথ্য অনুযায়ী রূপপুরের বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য ছয়টি হাইভোল্টেজ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে।

জানা যাচ্ছে, সঞ্চালন লাইন নির্মাণ কাজে সবচেয়ে জটিল প্রকল্প হলো বিদ্যুত গ্রিড নদী পার করতে ১৬টি টাওয়ার নির্মাণ করা। এর মধ্যে পদ্মা নদীতে দুটি ও যমুনা নদীর ওপর ১৪টি টাওয়ার নির্মাণ করতে হবে। সঞ্চালন লাইনের কাজের অগ্রগতি নিয়ে পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ হোসাইন বিবিসি বাংলাকে বলেন, প্রথম ইউনিটের ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে যে সঞ্চালন লাইন দরকার সেটি ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসের মধ্যে শেষ হবে।

মূল যে লাইনটা হচ্ছে, সেটা যেহেতু একটু বিলম্ব হবে এবং ইউনিট ওয়ান ২০২৪ সালে আসবে, বলেন মি. হোসাইন।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সচরাচর অন্যান্য বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো নয়। কারণ, এই কেন্দ্র একবার চালু হলে চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করা সম্ভব না।

তাই গ্রিড সিস্টেম যথাযথ এবং নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পুরোদমে উৎপাদন শুরু করতে পারবেনা।

মি. হোসাইন বলেন, আমাদের যে রিভার ক্রসিংগুলো আছে এবং আমাদের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলের যে চাহিদা আছে, সে চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রথম ইউনিটের বিদ্যুৎ কাজে লাগবে। ফলে আমাদের এক নম্বর ইউনিট নিয়ে খুব একটা চিন্তা নেই।

তবে দ্বিতীয় ইউনিট যখন আসবে তখন আমাদের যে নির্মাণাধীন গ্রিডটা আছে যেটা রিভার ক্রসিং করা লাগবে, সেটা শেষ করতে হবে। সেটা আমরা মনে করছি যে ২০২৪ সালে আসার সম্ভাবনা নেই। সেটার কাজের অগ্রগতি আছে, যদি কোনো আবার দৈব দুর্বিপাকে না পড়তে হয় তাহলে ২০২৫ সালের মধ্যে এটা শেষ হবে, বলেন মি. হোসাইন।

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তার স্বার্থে সার্বিক প্রস্তুতি শেষ করে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চালু করতে হয়।